ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 June, 2020 ■ আগরতলা, ২৫ জুন, ২০২০ ইং ■ ১০আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে অপুষ্টির শিকার ৪৬৪ শিশু আহারের তালিকায় অতিরিক্ত খাদ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরায় মারাত্মকভাবে অপুষ্টির শিকার ৪৬৪টি শিশুর জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের অপুষ্টিমুক্ত করার জন্য আহারের তালিকায় অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী যুক্ত করা হবে। ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। তাতে ত্রিপুরা সরকারের বছরে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে।

এ-বিষয়ে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, অপুষ্টির বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। সারা ত্রিপুরায় ৯,৯১১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়তায় শিশুদের অপুষ্টির হার খুঁজে বের করা হয়েছে। তাঁর কথায়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর ওজন, টিকাকরণ এবং জন্মের সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, সারা

ত্রিপুরায় ৪৬৪টি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। তাদের জন্য ত্রিপুরা সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে, বলেন তিনি।

মন্ত্রীর বক্তব্য, ওই শিশুদের জন্য সপ্তাহে অতিরিক্ত দুটি ডিম, কুড়ি গ্রাম গুড় এবং ২০০ এমএল দুধ বরাদ্দ করা হবে। সপ্তাহে ছয়দিন তারা ওই আহার পাবে। তাতে, বছরে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ করবে ত্রিপুরা সরকার, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, অতিরিক্ত ডিম বাবদ ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৮০৮ টাকা, ২০ গ্রাম গুড়ের জন্য ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৩২ টাকা এবং ২০০ এমএল দুধের জন্য ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৪৮ টাকা খরচ করা হবে। তাঁর দাবি, একটি শিশুও অপুষ্টির শিকার না থাকে সেই লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এদিকে, রাজ্যে গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি সরবরাহের বিষয়টি আরও উন্নত করতে এবং কন্যা সন্তান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে ত্রিপুরা সরকার মুখ্যমন্ত্রী মাত্রু পুষ্টি উপহার এবং ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান নামে নতুন দুটি প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই দুটি প্রকল্প চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

জোড়া স্বস্তি একজনও মিলেনি করোনা আক্রান্ত নয়া সুস্থ ৯৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। বুধবার ত্রিপুরাবাসীর জন্য জোড়া স্বস্তির খবর মিলেছে। একদিকে ৯৭ জন করোনা আক্রান্তের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। অন্যদিকে, ১,২৪০টি নমুনা পরীক্ষায় সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ স্বাস্থ্য কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আজ রাতে এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন জেলায় কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন ৯৭ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। স্বাস্থ্য কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সাফল্য মিলেছে। তিনি বাকি করোনা আক্রান্তের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

রাতেই পুনরায় তিনি টুইট বার্তায় জানান, আজ ১,২৪০টি নমুনা পরীক্ষায় কারোর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেনি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরাবাসীকে সুরক্ষিত রাখার জন্য রাজ্যে সর্বাধিক কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হচ্ছে।

নতুন করে আজ করোনা আক্রান্তের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জরুরি অবস্থা ঃ আজ কালো দিবস পালন করবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা-কে স্মরণ করে বিজেপি ত্রিপুরায় কালো দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সারা ত্রিপুরায় পারস্পরিক দূরত্ব এবং লকডাউনের নির্দেশিকা মেনে প্রায় ৩ হাজার স্থানে দলীয় কর্মী সমার্থকরা প্ল্যা-কার্ড হাতে নিয়ে কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। এ-বিষয়ে বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার প্রায় ৩০ হাজার কর্মী-সমর্থক ওই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। তাঁর কথায়, জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেস লজ্জাবোধ করে না। তাই, তাঁদের গণতন্ত্রের কলঙ্কজনক অধ্যায় মনে করিয়ে দিতে চাই।

তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল। দেশের গণতন্ত্রে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের রচনা হয়েছিল। তাই, কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুসারে আগামীকাল বিকেল চারটায় সমস্ত বুথে কর্মকর্তারা গলায় প্ল্যা-কার্ড ঝুলিয়ে জরুরি অবস্থার নিন্দা জানাবেন। তাঁর কথায়, রাজ্য কমিটির পদাধিকারী, দলের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, জেলা কমিটি, মণ্ডল কমিটি তথা সমস্ত মোর্চার পদাধিকারী সহ সদস্য এবং সদস্যাগণ ও ত্রিপুরার প্রত্যেক বুথ কমিটি এবং বুথের সমস্ত পৃষ্ঠাপ্রমুখদের পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে সর্বোচ্চ ২০ জন একত্রিত হয়ে ওই কর্মসূচি পালনে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পশ্চিম থানার নাকের ডগায় দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরে পশ্চিম থানার নাকের ডগায় পোস্টঅফিস চৌমুহনিতে একটি ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর দোকানে গতকাল গভীর রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। নিশিকুটুম্বরা দোকানের সামনের কাঠের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে প্রচুর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। স্বত্বাধিকারী কৃষ্ণা চক্রবর্তী বুধবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দোকান খুলতে এসে দেখেন দরজা ভাঙা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কৃষ্ণা চক্রবর্তীর দাবি, প্রায় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে তাঁর।

পশ্চিম আগরতলা থানার নাকের ডগায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন দোকান মালিক সহ অন্য ব্যবসায়ীরা। থানা থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে এ-ধরনের চুরির ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ইতিপূর্বেও এই এলাকায় একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। পর পর এ ধরনের চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানো সহ তাঁদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। যদিও পুলিশ কালঘাম ঝড়িয়ে পরিমল কর নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। পুলিশের দাবি সে চুরির সাথে জড়িত।

আপত্তিজনক অবস্থায় দুই মহিলা ও দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। বিশালগড় মহাকুমার গোকুলনগর উত্তম ভক্তচৌমুনী এলাকার এক জঙ্গল থেকে অপত্তিকর অবস্থায় ২ মহিলা ও ২ যুবককে আটক করল এলাকার জনগণ।

জানা যায়, সেই দুই মহিলার বাড়ি আগরতলা এলাকায়। যদিও একজন বর্তমানে বিশালগড় থানার অন্তর্ভুক্ত মধ্য ব্রজপুর এলাকায়। একটি মারুতি গাড়ি করে দুই মহিলাকে নিয়ে আসে দুই যুবক। পরবর্তী সময়ে এলাকার জনগণের নজরে আসলে তাদের আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিশালগড় মহিলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে চিনা বিবাদ নিয়ে কেন্দ্রের কাছে কৈফিয়ত চাইল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.)।। ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত বিবাদ নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে চলেছে দেশের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। বুধবার কেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে কংগ্রেস জানতে চেয়েছে যে ভারতের জমিতে চিনা হামলার কি বাস্তবতা রয়েছে।

এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কংগ্রেসের দুই নেতা মণীশ তিওয়ারি এবং গৌরব গগৈ। যখন থেকে পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন নিয়ে খবর এসেছে। তখন থেকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার সেই সকল খবর চেপে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যদিও প্যাংগং ঝিলের সামনে দুই দেশের সেনার হাতাহাতির ভিডিও যখন দেশবাসী দেখতে পেল। তারপর থেকে গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে এসেছে দেশবাসীর সামনে। কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি জানিয়েছেন, গালওয়ান উপত্যকা, প্যাংগং ঝিল, পশ্চিম দিকে হট স্প্রিং, মধ্য ক্ষেত্রে নাকুলায় অনুপ্রবেশ নিয়ে আমরা কিছু বিষয় জানি। যদিও ভারতের পূর্ব দিকের সীমান্তে কি ঘটছে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে সরকারের উচিত দেশবাসীকে পুরো বিষয়টা স্পষ্ট করে জানানো। অরুণাচল প্রদেশের বিজেপি নেতার একটি মন্তব্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস নেতারা।

অরুণাচল প্রদেশে বিজেপি তাপির গাও চলতি মাসের ১৮ জুন জানিয়েছিলেন যে সুবানসারির দরিয়ার দুই দিক দখল করে নির্মাণ কাজ চালাচ্ছে চিনা সেনা। তিনি এও জানিয়েছেন যে ম্যাকমোহন লাইন পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় ১০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা থেকে ফের পরিযায়ী শ্রমিককে নিয়ে রওয়ানা হলো শ্রমিক ট্রেন, এবার ১,২৩৮ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইন সচল হতেই আজ বুধবার জিরানিয়া রেলস্টেশন থেকে ১,২৩৮ জন পরিযায়ী শ্রমিককে নিয়ে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছে। এই ট্রেনে পশ্চিম জেলার ১,১৪২ জন, গোমতি জেলার ৯ জন, সিপাহিজলা জেলার ৭৮ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক ছাড়াও তাদের পরিবারের ১৬৮ জন শিশু সহ মোট ১,৪০৬ জন রয়েছেন।

এদিন স্টেশনে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ত্রিপুরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুকনো খাবার, ঠাণ্ডা পানীয়, জলের বোতল ও মাস্ক দেওয়া হয়েছে। ট্রেনে ওঠার আগে প্রত্যেকেরই শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয়েছে। আজ দুপুর ১২টায় বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, শ্রম দফতরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা, শ্রম কমিশনার তাপস রায়, পশ্চিম জেলার সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ধীরাজ দেববর্মা, জিরানিয়ার মহকুমাশাসক সুভাষ দত্ত পতাকা নাড়িয়ে ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন।

প্রসঙ্গত, এই ট্রেনে খোয়াই, ধলাই, ঊনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকেও আরও কিছু সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিক গিয়েছেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট জেলায় রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছেন।

মূলত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের খরচে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি পাঠানো হচ্ছে। তবে, ত্রিপুরা সরকার অনেক আগে থেকেই সরকারি খরচেই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

চাম্পাহাওয়রে নাশকতার আগুনে নিঃস্ব এক পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। নাশকতার আগুনে নিঃস্ব এক পরিবার। ঘটনা চাম্পাহাউর থানাধিন শিকারি বাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এলাকার বাসিন্দা সুকুমার দেববর্মা অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার রাতে খাবার শেষে পরিবারের সকলকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। মাঝরাতে সকলে প্রচন্ড গরম অনুভব করেন। তখন তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙ্গার পর তারা দেখতে পান ঘরের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তড়িঘড়ি পরিবারের সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি। ছুটে আসে পাড়া-প্রতিবেশীরা। সকলে মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় খোয়াই দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নেয় সুকুমার দেববর্মার বসত ঘর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিযায়ী শ্রমিকদের দক্ষতার নিরিখে ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলিকে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। করোনা-র প্রকোপে দেশের বেহাল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর প্রকল্পের পূর্ণ সুফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যাংকগুলিকে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণে পরামর্শ দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বুধবার এসএলবিসি-র বৈঠকে ত্রিপুরায় ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের দক্ষতার নিরিখে ঋণ প্রদান করতে ব্যাংকগুলিকে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রের বর্ণনা দিয়ে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনের প্রশ্নে ঋণ প্রদান সুনিশ্চিত করার বিষয়ে জোর দিয়েছেন তিনি।

আজকের বৈঠকে আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নেতৃত্বাধীন সরকার যে সব প্রকল্প ঘোষণা করেছে তা থেকে ত্রিপুরা প্রায় ৪,৮০০ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে লাভবান হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিপুরার জনগণ লাভবান হবেন সে সমস্ত বিষয়গুলি সরকারের পক্ষে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যাংকগুলি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলেই রাজ্যে সিডি রেশিও বাড়বে। এক্ষেত্রে যে সব ক্ষেত্রগুলিতে জনগণের ঋণের সুবিধা দেওয়া যায় সেগুলো অনুসরণ করে ব্যাংকগুলোকে কর্মসূচি নেওয়ার জন্য গুরুত্ব আরোপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডলুবাড়িতে মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ধলাই জেলার আমবাসা থানা এলাকার ডলুবাড়িতে এক মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তির নাম সঞ্জীব দেব।তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। তাকে আটক করে বুধবার আদালতে সোপর্দ করা হয়।

পূর্ব বিরোধের জেরে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। আক্রান্ত মহিলা আমবাসা থানার পুলিশকে জানিয়েছেন প্রতিবেশী সঞ্জীব দেব প্রতিনিয়ত তাকে উত্ত্যক্ত করতো। মঙ্গলবার তার বাড়িতে ঢুকে স্বামী এবং শ্বশুরকে মারধর করতে থাকতে থাকে সঞ্জিব দেব তখনই মহিলা তাদেরকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে মহিলাকেও মারধোর করে। এমনকি তার কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে দেয়, শ্রীলতাহানি করে। শুধু তাই নয়, তাদের বাড়ি থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। বুধবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন দুই নং চন্দ্রনগরে এক যান দূর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড। জানাগেছে কবির হোসেন নামের এক যুবকের বাইকের ধাক্কায় গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন মনাবাসি দাস নামের ৮০ বছরের এক বৃদ্ধা। ওই যুবক জানিয়েছেন, সে মামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার বাইক নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন।

এমন সময় এই বৃদ্ধা রাস্তা দিয়ে হেটে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সে জানিয়েছেন, বাইকের হর্ন বাজানোর পরও বৃদ্ধা রাস্তায় এসে পরেছে। যুবক বাইকের ব্রেক কষলেও কোন কাজ হয়নি। তারপরই নাকি বৃদ্ধার পরিবারের প্রসেনজিৎ দাস ও নেপাল দাস নামের দুই সদস্য এসে তাকে প্রচন্ড ভাবে মারধর করতে থাকে কিল ঘোষির পাশাপাশি লাঠি দিয়েও তাকে মারতে থাকে। বৃদ্ধার সাথে মার খেয়ে ওই যুবকও রক্তাক্ত হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুন।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার গামাইবাড়িতে সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতের নাম প্রিয়তোষ মইলান। এব্যাপারে অভিযুক্তদের নাম খাম উল্লেখ করে তেলিয়ামুড়া থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় প্রিয়তোষ মইলান নামে এক ব্যক্তি জ্ঞামাইবাড়ি থেকে তার এক নিকট আত্মীয়ের শ্রাদ্ধের বাজার হাট করার জন্য টাকা-পয়সা নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই তিন চারজন মিলে তাকে আটক করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং ১০৫০০টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি রাস্তার পাশে পড়ে থাকেন। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যান বর্তমানে ওই ওই ব্যক্তি চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী মাত্রু পুষ্টি উপহার এবং ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান প্রকল্পের অনুমোদন মন্ত্রিসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। রাজ্যে গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি সরবরাহের বিষয়টি আরও উন্নত করতে এবং কন্যা সন্তান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে ত্রিপুরা সরকার মুখ্যমন্ত্রী মাত্রু পুষ্টি উপহার এবং ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান নামে নতুন দুটি প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট ভাষণে এই দুটি প্রকল্প চালু করার ঘোষণা করেলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই দুটি প্রকল্প চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী মাত্রু বন্দনা যোজনার সফল রূপায়ণে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে নবম স্থানে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ পুষ্টি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মাত্রু পুষ্টি উপহার প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চারবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হবে। প্রত্যেকবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর গর্ভবতী মায়েদের পোষণ কিট প্রদান করা হবে।

এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, এই পোষণ কিটে থাকবে ২৫০ গ্রাম চিনাবাদাম, সোয়াবিন ১৮০ গ্রাম, মিক্সড ডাল ৫০০ গ্রাম, গুড় ৫০০ গ্রাম, ঘি ২০০ গ্রাম। প্রতিটি কিটের মুল্য পড়বে ৫০০ টাকা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় ৪০ হাজার গর্ভবতী মহিলা উপকৃত হবেন। এর জন্য ত্রিপুরা সরকারের বছরে ৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে, দাবি করেন সমাজ শিক্ষামন্ত্রী।

সাথে তিনি যোগ করেন, গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ত্রিপুরায় ২০১৭ সাল থেকেই প্রধানমন্ত্রী মাত্রু বন্দনা যোজনা নামে একটি প্রকল্প চালু রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি, আধা সরকারি ব্যতিত গর্ভবতী মায়েদের প্রথম সন্তানের জন্য তিন কিস্তিতে ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে গত বছর ৫৮ হাজার ৯৯৬ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মাত্রু বন্দনা যোজনার সফল রূপায়ণে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে নবম স্থানে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, জানিয়েছেন সমাজ শিক্ষামন্ত্রী।

এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযান প্রকল্পটি ত্রিপুরায় বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। তাই রাজ্য সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাতদিনে ছয়বার কাঁপল মিজোরাম

আইজল, ২৪ জুন (হি.স.)।। গত ১৮ তারিখ থেকে ছয়দিনে পঞ্চমবার ভূমিকম্প হয়েছে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম রাজ্য মিজোরামে। বুধবার সকাল ০৮:০২:৩৬ মিনিটে সংঘটিত হয়েছে মাঝারি ভূমিকম্প। এর তীব্রতা রিখটার স্ক্যালে ৪.১ ধরা পড়েছে। এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যারাত ০৭:১৭:৩৭ মিনিটে ৩.৭ তীব্রতার এবং এদিনই রাত ১১:০৩ মিনিটে ৩.২ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। মাত্র গত সাতদিনের মাথায় একদিনে ষোলো ঘণ্টার ব্যবধানে আজ ষষ্ঠবারের ভূমিকম্পে সমগ্র মিজোরামের পাশাপাশি সংলগ্ন দক্ষিণ অসমের কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘন ঘন ভূমিকম্পের ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। দিয়েছেন সবধরনের কেন্দ্রীয় সহায়তার আশ্বাস। আজকের ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতি এবং হতাহতের খবর নেই বলে রাজ্য প্রশাসনের সূত্র জানিয়েছে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ০৮:০২:৩৬ মিনিটে ৪.১ প্রাবল্যের যে ভূমিকম্প হয়েছে তার কেন্দ্রস্থল ছিল মিজোরামের ভারত-মায়ানমার সীমান্ত জেলা সদর চাম্পাই থেকে প্রায় ৩১ কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২৩.১৮ঌ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.২৫ঌ পূর্বে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাতে আরও দুবার ভূমিকম্প হয়েছে রাজ্যে। এদিন প্রথম ৩.৭ রিখটার স্ক্যালে ভূমিকম্প অনুভূত হয় সন্ধ্যারাত ০৭:১৭:৩৭ মিনিটে। এর উৎসস্থল ছিল রাজ্যের সেরচিপ জেলার থেনজওয়াল শহর থেকে ৩৯ দূরে দক্ষিণ-পূর্বে ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৫ কিলেমিটার গভীরে এপিএফ ২৩.০১ঌ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.০৩ঌ পূর্বে।

এর পর রাত ১১:০৩:৪৮ মিনিটে ৩.২ প্রাবল্যের ফের ভূকম্প হয় রাজ্যে। এর উৎসস্থল ছিল রাজ্যের চাম্পাই জেলা শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্বে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২২.৮৯ঌ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৬৪ঌ পূর্বে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে ১৮ জুন ৫.০ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে মিজোরাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য কেঁপেছিল। ওইদিনও মিজোরামের চাম্পাই জেলায় ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটার ভেতরে কম্পনের উৎসস্থল ছিল বলে জানিয়েছিল গুয়াহাটির আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র। এর পর ২১ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৫২ ▫ ২৫ জুন ২০২০ইং ▫ ১০ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কাঞ্চনপুরে আবার শরণার্থী

কয়েক দশকের সমস্যার সমাধান করিয়া ত্রিপুরাও ভারত সরকার এক বিরাট কর্ম সম্পাদন করিয়াছে। কাঞ্চনপুরের রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে পুণর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। জমি, নগদ টাকা, মাসিক ভাতা সব উজার করিয়া দিয়া দীর্ঘদিনের রিয়াং শরণার্থীদের সমস্যায় ইতি টানা হইয়াছে। কিন্তু, এত কিছুর পরও শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি করিবার এক চক্রান্ত শুরু হইয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ত্রিশ একর জায়গা দখল করিয়া সোমবার রাত হইতেই বেআইনীভাবে ঘর বানাইয়াছে নতুন করিয়া আসা কিছু অনুপ্রবেশকারী শরণার্থী। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে মঙ্গলবার। পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে সাতজন অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে। ধৃতরা মিজোরাম হইতে আসিয়াছে। তাহারা ত্রিশ একর জায়গা দখলের ধান্দায় ছিল। কাঞ্চনপুর পুলিশ সাতজনকে ধরিয়া আনিলে শতাধিক অনুপ্রবেশকারী সংলগ্ন এলাকায় গা ঢাকা দিয়াছে। কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের অফিস হইতে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে তুলাবাগান এলাকায় ত্রিশ একর জায়গা দখল করিবার লক্ষ্যে নতুন করিয়া শরণার্থী শিবির করিবার পিছনে গভীর চক্রান্ত আছে বলিয়া প্রশাসনের অভিমত।

এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল কাঞ্চনপুরে নতুন করিয়া মিজোরামের রিয়াংরা শিবির করিয়া বসবাসের চেষ্টা একটি ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। দীর্ঘদিনের শরণার্থী সমস্যার সমাধান অনেক শরণার্থীই চাহে নাই। গভীর চাপ এবং লোভনীয় অফার রিয়াং শরণার্থীরা ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে পুণর্বাসনে রাজী হইয়া যায়। মিজোরামে ফিরিয়া যাইতে রাজী না হওয়ায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার উপর বোঝা চাপাইতে হইয়াছে। ইহাতে ত্রিপুরাকে জনসংখ্যার বাড়তি চাপ নিতে হইল। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের উপজাতি জনসংখ্যা এক লাফে বাড়িয়া গেল। যে বাড়তি চাপ মিজোরাম নিতে ব্যর্থতার নজীর রাখিল। ত্রিপুরা তাহা অনায়াসে পারিয়াছে। মিজোরাম নিজ রাজ্যের বাসিন্দাদের ঘরে ফিরাইয়া নিতে পারিল না। ত্রিপুরা সেখানে গভীর মনে পরিচয় দিয়াছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শরণার্থীদের পূর্ণ পুণর্বাসন দিয়া ত্রিপুরা যে মহত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা হয়না। কিন্তু, এই মহত্বের ঘটনার সুযোগ নিয়া আবার কাঞ্চনপুরে শরণার্থীদের স্থায়ী শিবির তৈরীর দুঃসাহস দেখাইতে পারিল কিভাবে? ইহাই আজ রাজ্য সরকারকে তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে। শতাধিক মিজোবাসী কাঞ্চপুরকে শিবির করিবার জায়গা হিসাবে বাছিয়া নিল কোন লক্ষ্যে? কাঞ্চনপুরে ত্রিপুরার বাসিন্দা বাঙালী নির্যাতীতরা দীর্ঘদিন যাবৎ শরণার্থীর জীবন কাটাইতেছেন। কিন্তু, তাহারা সুবিচার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

কাঞ্চনপুর উত্তর ত্রিপুরার একটি বর্দ্ধিষ্ণু জায়গা। এই কাঞ্চনপুরের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে পাহাড় বনানী ঘেরা। পাহাড় জঙ্গলের মিশ্রণে গড়িয়া উঠা মহকুমা কাঞ্চনপুর অউপজাতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিসাবে এক সময় পরিচিত ছিল। জাতি উপজাতির এক ঐতিহাসিক মিশ্রণ ভূমি এই কাঞ্চনপুর। সেখানে সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম বাঙালী উদ্বাস্তুদের যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা বিদ্ধ কাঞ্চনপুরকে আরও বড় বিপদে ঠেলিয়া দিতে পারে। রাতারাতি শতাধিক মিজো অনুপ্রবেশকারী কাঞ্চনপুরে জমি দখলের, শিবির তৈরী চেষ্টাকে কঠোর হাতে মোকাবেলা করিতে হইবে। যাহারা জড়িত ছিল সকলকে পাকড়াও করিয়া কাঞ্চনপুরের উত্তপ্ত পরিস্থিতির স্থায়ী নিরসন খুব বেশী জরুরী।

গরিব কল্যাণ অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ থাকলে উপকৃত হতো রাজ্যবাসী, দাবি অর্থনীতিবিদদের

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.): কেন্দ্রের গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান থেকে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিবেশী বিহার, ওডিশা, ঝাড়খন্ড এই প্রকল্পের আওতায় থাকলেও রাজ্যের নাম না থাকা নিয়ে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত। কিন্তু এই প্রকল্প থেকে যে পশ্চিমবঙ্গ উপকৃত হতো, তা মনে করেন অর্থনীতিবিদরা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অজিতাভ রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এই প্রকল্পের আওতায় থাকলে রাজ্য স্থায়ী সম্পদ তৈরি হতে পারত। যেমন পুকুর খনন করে বৃষ্টির জল ধরে রাখা, রাস্তা তৈরি, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বনসৃজন করা যেতে পারত। কারণ আমফানের কারণে বহু গাছ ভেঙে পড়েছে। পরিবহণ পরিকাঠামো সহ একাধিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্য। তাই এই প্রকল্প একটা অ্যাডিশনাল ডাইমেনশন হয়ে উঠতে পারত। কারণ এতে করে আগামী দুই থেকে তিন বছরের জন্য স্থায়ী লাভ মিলত। প্রকল্পে তিন প্রতিবেশী রাজ্য থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের না থাকাটা নিয়ে বিভিন্ন মহলে উঠেছে প্রশ্ন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া শ্রমিকরা কাজ করে। গুজরাটের সুরাট থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের দিল্লী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিপুল পরিমাণ শ্রমিকদের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের নাম না থাকায় তরজা শুরু হয়েছে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে।কোন যুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের নামে তালিকা থেকে বাদ পড়েছে সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, যা শুনেছি তাতে এই প্রকল্পের রাজ্যের জেলাগুলিকে থাকতে গেলে প্রতিটি জেলায় ২৫ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক থাকতে হবে। অভিযোগ উঠছে যে জেলাভিত্তিক সেই পরিসংখ্যান কেন্দ্রকে দেখাতে পারেনি রাজ্য সরকার।তার জন্যই রাজ্যের কোন জেলা এই প্রকল্পের আওতায় আসেনি।কিন্তু রাজ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেন্দ্র কি নিজের দায় ঝেড়ে ফেলতে পারে। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশ্বনাথবাবু জানিয়েছেন, কেন্দ্রের উচিত ছিল স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের নামের তালিকা সংগ্রহ করা। এর জন্য সে সংশ্লিষ্ট জেলা আধিকারিক ও রাজ্য প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই পারত।কারণ দিনের শেষে এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকও ভারতীয়।তাদেরও অধিকার রয়েছে এই প্রকল্পের আওতায় মধ্যে আসা। কেন্দ্র এই বিষয়ে একেবারে উদাসীন থাকতে পারে না।বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ তথা শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সিংহভাগ পরিযায়ী শ্রমিকই ১০০ দিনের কাজ করতে চাইছে না। তারা আগে যেখানে কাজ করতো সেখানে যে পরিমাণ দৈনিক মজুরি দেওয়া হতো তার তুলনায় ১০০ দিনের কাজের মজুরি কম। পাশাপাশি এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের বেশিরভাগই দক্ষ। এদের মধ্যে হয়তো কেউ সোনার বা রুপোর কাজ করে থাকে। সেখানে শারীরিক কায়িক শ্রমের মতো কাজ এরা করতে চাইছে না। তাই প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানের আওতায় পশ্চিমবঙ্গ থাকলে অনেকটা উপকৃত হতো এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকেরা। বর্তমানে এরা এখন অন্য রাজ্যে চলে যেতে তৎপর হয়ে উঠেছে।এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের না থাকার মধ্যে রাজনৈতিক গন্ধ রয়েছে। রাজ্যে এই প্রকল্প কার্যকর হলে চাহিদা ও যোগানের যে স্বাভাবিকত্ব তা আরও জোরদার হতে পারত। পণ্য উৎপাদনও এতে বৃদ্ধি পেত। উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশার ১১৬টি জেলা। মূলত পরিচয় এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকা খরচ করে এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে কেন্দ্র। কিন্তু বাদ পশ্চিমবঙ্গ।

রিজেন্ট পার্ক খুনে মুখ খুলল অভিযুক্ত

কলকাতা,২৪ জুন(হি. স.): ঘুমন্ত কলেজ ছাত্রীকে গুলি করে খুন করে বিবাহিত প্রেমিক।রিজেন্ট পার্ক খুনের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পরে অনেকেই। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অবশেষে রিজেন্ট পার্ক খুনের ঘটনায় মুখ খুলল অভিযুক্ত।পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত প্রেমিকাকে খুনের ছক যাতে ফাঁস না হয় তাই ভাড়া নেয়নি আগ্নেয়াস্ত্র। ইন্টারনেটকে হাতিয়ার করেই পাইপগান তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় ওই অভিযুক্ত। কিন্তু কিভাবে সেই বন্দুক বানিয়েছিল অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে খবর, পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই বন্দুক বানানো শেখে অভিযুক্ত।বর্তমানে জয়ন্ত গাড়ি চালাত।

প্রদেশ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করবেন না সেনাবাহিনীকে

আর কে সিনহা

ভারত ও চিনের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষে আমাদের বীর সেনা জওয়ানরা শত্রুপক্ষের কোমড় ভেঙে দিয়েছে। গোটা বিশ্ব আমাদের বীর জওয়ানদের সাহসিকতা দেখেছে। লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় প্রায় ১৪, ০০০ ফুট উচ্চতায় সংঘর্ষে শহিদ হওয়া ভারতীয় সেনা বিহার রেজিমেন্টের ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের অন্তর্গত। তাদের বেশিরভাগই বিহার ও ঝাড়খন্ডের বাসিন্দা ছিলেন। তবে তাঁরা সবাই দেশের সীমানা রক্ষার জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছু সংকীর্ণ মানসিকতার লোক বিহার রেজিমেন্টকে বিহার বুঝেছে। এই বীরদের জন্য সমগ্র ভারতবাসী গর্বিত। শহিদ যোদ্ধারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে এসেছে। বিহারের সাথে যারা বিহার রেজিমেন্টকে সম্পৃক্ত করছে তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমগ্র দেশের চরিত্রের উপর ঘৃণ্য অবিচার করছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যারা প্রদেশ, ধর্ম ভাগ করে তাদের একটি উপযুক্ত জবাব দেওয়া দরকার। এদের কে বুঝাবে বিহার মানে যে বিহার রেজিমেন্ট নয়? যারা সেনাবাহিনীর গঠনতন্ত্রকে পৌঁছে একমাত্র তারাই এটা বুঝতে পারে। সীমান্তে তামিল বা বিহারী নয়।ভারত বর্ষ লড়াই করে। এদেরকে পাঞ্জাবি, বাঙালি এবং বিহারীতে বিভক্ত করা উচিত নয়। যাঁরা বিহার রেজিমেন্টকে শুধুমাত্র বিহার প্রান্তের রেজিমেন্ট বলছেন, তাঁরা হয়তো জানতে পেরেছেন লাদাখে ওই রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল বি সন্তোষ বাবু তেলেঙ্গানার সূর্যপেট-এর বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও শহিদ হয়েছেন। চিনকে মারতে-মারতে মৃত্যুবরণ করা বি সন্তোষ বাবু ছাড়াও সুবেদার এন সোরেন, ময়ূরভঞ্জ (ওড়িশা), সুবেদার মনদীপ সিং, পাটিয়ালা (পঞ্জাব), হাবলদার কে পালানি, মাদুরাই (তামিলনাড়ু), হাবলদার সুনীল কুমার, পাটনা (বিহার), হাবলদার বিপুল রায়, মেরঠ সিটি (উত্তর প্রদেশ), সুবেদার সতনাম সিং, গুরুদাসপুর (পঞ্জাব), দীপক কুমার, রেওয়া (মধ্যপ্রদেশ), সিপাই কুন্দন কুমার ওঝা, সাহিবগঞ্জ (ঝাড়খন্ড), সিপাই রাজেশ ওরাং, বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ), সিপাই গণেশ রাম, কাঙ্কের (ছত্তিশগড়), চন্দ্রকান্ত প্রধান, কান্ধামাল (ওড়িশা), সিপাই অঙ্কুশ, হামিরপুর (হিমাচল প্রদেশ), সিপাই গুরবিন্দর, সাঙ্গরুর (পঞ্জাব), সিপাই গুরতেজ সিং, মনসা (পঞ্জাব), সিপাই চন্দন কুমার, ভোজপুর (বিহার), সিপাই অমন কুমার, সমস্তিপুর (বিহার), সিপাই জয়কিশোর সিং, বৈশালী (বিহার) শহিদ হয়েছেন। এবার আপনারা বুঝে নিন বিহার রেজিমেন্টে বিহারের পাশাপাশি পঞ্জাব, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা থেকেও জওয়ান রয়েছেন। যদিও বিহার রেজিমেন্টাল সেন্টার পাটনার কাছে দানাপুরে রয়েছে, অধিকাংশ জওয়ান বিহার ও ঝাড়খণ্ডেরই হন। অফিসার তো যে কোনও প্রান্তেরই হতে পারেন।

এই সমস্ত তথ্যের পর, এই কথাটা বলা কতটা সঠিক যে বিহার রেজিমেন্টে সবাই বিহারী ছিলেন। সুতরাং এটা বুঝে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, জাট রেজিমেন্ট, গোর্খা রেজিমেন্ট অথবা অন্য কোনও রেজিমেন্টে দেশের যে কোনও প্রান্তের জওয়ান থাকতেই পারেন। আমরা যদি পিছনে ফিরে দেখি, ১৯৪১ সালে বিহার রেজিমেন্টের গঠন করেছিল ব্রিটিশরা। ১১ তম (টেরিটোরিয়াল) ব্যাটালিয়ন এবং হায়দরাবাদ রেজিমেন্টকে নিয়মিত করে এবং নতুন ব্যাটেলিয়ন গঠনের মাধ্যমে বিহার রেজিমেন্ট গঠিত হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পদাতিক সেনা রেজিমেন্টের মধ্যে একটি হল বিহার রেজিমেন্ট।

বিহারের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় যোদ্ধা এবং সমর নীতি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন মনে করা হয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) শ্রীনিবাস কুমার সিনহাকে। তিনি অসম, জম্মু ও কাশ্মীর এবং অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপালও ছিলেন। বিহারের গয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। ১৯৪৩ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি এবং তাঁকে গোর্খা রেজিমেন্টে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানি উপজাতিদের হামলার সময় জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ করা ভারতীয় সৈনিকদের প্রথম ব্যাচে তিনিও ছিলেন। ১৯৮৩ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার যখন তাঁকে উপেক্ষা করে তাঁর পরিবর্তে জেনারেল অরুণ শ্রীধর বৈদ্যকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেছিল, তখন তিনি ইস্তফা দিয়ে দেন। ১৯৯০ সালে নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন তিনি। তিনি পাঁচটি বই লিখেছিলেন, যার মধ্যে "একটি সৈনিকের স্মৃতি" নামক আত্মজীবনী অন্যতম ছিল। তিনি বিহার রেজিমেন্ট নয়, গোর্খা রেজিমেন্ট থেকে ছিলেন। সেনাবাহিনীকে কোনও রাজ্যের সঙ্গে যাঁরা জুড়ছেন তাঁদের জন্য আরও দু"টি উদাহরণ দিতে চাই। প্রথমত ফিল্ড মার্শাল শ্যাম হোরামশিজি প্রেমজি 'শ্যাম বাহাদুর' জামসেদজি মানেকশ। প্রায় ৪ দশকের দীর্ঘ সামরিক জীবনে তাঁর অর্জন অনেক। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর প্রধান ছিলেন। এ যুদ্ধে যৌথ বাহিনী জয়ী হয়, পাকিস্তান ৯৩ হাজার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে। এর মাধ্যমেই পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশের উত্থান ঘটে। একটি পার্সি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল অমৃতসরে। গুজরাট থেকে তাঁর পরিবার পঞ্জাব চলে এসেছিল। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন অমৃতসরে, পরে নৈনিতালের কলেজে ভর্তি হন তিনি। তিনিও গোর্খা রেজিমেন্টে শামিল ছিলেন। জেনারেল ফরদুন বিলীমোরিয়াও হায়দরাবাদের পার্সি পরিবারে জন্মেছিলেন এবং তিনিও গোর্খা রেজিমেন্টের আধিকারিক ছিলেন।

১৯৭১-এর যুদ্ধে সেনানায়কদের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে.এফ.আর. জ্যাকবও ছিলেন। তিনি ইহুদি ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ)-এর ভিতরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ভয়াবহ আক্রমণ করেছিলেন, জেনারেল জ্যাকব সেই সময় ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ ছিলেন। তাঁর সামরিক দক্ষতা ও কৌশলের কারণেই ৯০ হাজারের বেশি পাকিস্তানি সৈনিক অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করেছিল। যা এখনও পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক আত্মসমর্পণ। জ্যাকব সাহেব ইহুদি ছিলেন। একইভাবে প্রাক্তন সেনাপ্রধান জে জে সিং মারাঠা রেজিমেন্ট থেকে ছিলেন। এই সমস্ত উদাহরণের পর এটা কী কাঁচের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় না যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ এবং আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত। দেখুন, দেশের সামনে এখন চিনের প্রতি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ভারত-চিন সীমান্তে উভয় দেশের সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এখন সমগ্র দেশকে সজাগ থাকতে হবে। দেশকে কোনও না কোনও ভাবে যাঁরা দুর্বল করার চেষ্টা করছে সেই সমস্ত শক্তিগুলিকে জবাব দিতে হবে। আমরা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি দেখছি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কানহাইয়া কুমার এবং অরুন্ধতী রায়ের মতো অনেকেই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ এনেছে। যদিও তাঁদের অভিযোগকে কেউ কখনও গুরুত্ব দেয়নি, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশেই এমন মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। আসলে ভারতীয় সেনাবাহিনীই মিনি ভারত। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান সবাই আছে। প্রত্যেকেই নিজেদের রক্ত দিয়ে দেশের সীমান্ত রক্ষা করছে। এই চেতনাই ভারতীয় সেনাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীতে উন্নীত করছে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট ও প্রাক্তন সাংসদ)

চিনের লালফৌজকে শিক্ষা দিতে ভারত এখন পুরোপুরি প্রস্তুত

নারায়ণ দাস

কোভিড-১৯ আক্রমণে ভারত যখন দিশেহারা, আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা যখন দিনদিন বাড়ছে, তখন লাদাখে চিনের সেনাদের হামলা এবং ভারতীয় বীরসেনাদের মধ্যে ২০ জন অসাধারণ শৌর্য ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে মৃত্যুবরণ ভারতের ১৩০ কোটি দেশবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাদের এই বীরত্বগাঁথা ইতিহাসে লেখা থাকবে। তেমনই দেশের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ভারতীয় তিন বাহিনীর সেনাদের মনোবল বৃদ্ধি করবে এবং তারা দ্বিগুণ উৎসাহে লাদাখ অঞ্চলে ভারতীয় ভূখণ্ড রক্ষা করতে আগ্রাসী চিনা সৈন্যদের হঠিয়ে দেবে।

চিনা সৈন্যরা বরাবরই লাদাখে বেশি সংখ্যায় মোতায়েন থেকে নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় সেনাদের সড়ক নির্মাণ ও অন্যান্য কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তা তা এ পর্যন্ত মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়নি ভারতীয় জওয়ানদের সচেতনতা এবং তৎপরতার জন্য। সম্প্রতি চিনের সৈন্যরা অতর্কিতে ওই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করলে লড়াই বাধে। কিন্তু যতদূর জানা গেছে, এই লড়াইয়ে গোলাগুলি চলেনি, বিমান হানাও হয়নি। হয়নি ট্যাঙ্কের ব্যবহারও। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এমন কী ভাবে লড়াই হল যে ২০ জন ভারতীয় সেনার জীবন দিতে হলে? চিনের দিকেও হতাহতের সংখ্যা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ওদের সেনাদের অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে। সংঘর্ষ যেভাবেই হোক না কেন, একতরফা হয়নি। খবরে জানা যায় চিনা সৈন্যরা কাঁটা -মোড়ানো লাঠি ব্যবহার করেছে। ছবিতে দেখা গেলে দু'পক্ষের জওয়ানদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হচ্ছে---একজন অপরজনকে ঝাপটে ধরে কিল ঘুষি দিচ্ছে। এটাই যদি সংঘর্ষের প্রকৃত চেহারা হয়, তাহলে কীভাবে ভারতের ২০ জন জওয়ানের মৃত্যু ঘটল? ভারতীয় সেনারা কি তাহলে নিরস্ত্র ছিলেন? তা তো কিছুতেই হতে পারে না, কারণ সেনারা যখন প্রহরারত থাকেন, তাহলে তাঁদের সাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকবেই। যদি তা থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করা হল না কেন?

বিষয়টি নিয়ে সাধারণ নাগরিকের মনে প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীরা বিষয়টি জানতে আগ্রগী। কিন্তু এই সংঘর্ষে সত্যিকারের কী ঘটেছিল, সে ব্যাপারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। সেনাবাহিনীর তরফেও খোলসা করে কিছু জানানো হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের বীর জওয়ানরা মারতে মারতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁদের এই আত্মদান বৃথা যাবে না—ভারতকে উস্কানি দিলে ভারতও যোগ্য জবাবা দিতে প্রস্তুত।

সম্প্রতি যে সর্বদলীয় বৈঠক হয়ে গেল, (বিডিও) তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ স্থানাধিকারীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে। এই সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ওখানে (লাদাখে) আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে কেউ (চিনের সেনাবাহিনী) ঢুকে আসেনি। ওখানে আমাদের এলাকায় কেউ ঢুকেও বসে নেই। আবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর জানায়, প্রধানমন্ত্রী সর্বদল বৈঠকে জানান, চিনা বাহিনী বেশি সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙঘন করতে এসেছিল। ভারত যোগ্য জবাবা দিয়েছে। বৈঠকে কংগ্রেসের তরফে বলা হয়েছে কেউ কারওর ভূখণ্ডে প্রবেশ না করলে, ভারতীয় সেনা কীভাবে প্রাণ হারাল?

সুতরাং সর্বদল বৈঠকে এই চিনা হামলার ইতিবৃত্ত সঠিকভাবে জানা গেল না। সরকারের তরফে ভাবটা ছিল এমনই যে 'জানি,বলব না'। তাই এই সংঘর্ষের অন্তরালে সত্যিকারের কী ঘটেছিল, তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও, সব দলের নেতৃবৃন্দ জানান, তাঁরা সবাই সরকারের পাশে আছেন। ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ভারতীয় সেনারা প্রাণপণ লড়াই করে যাবেন, তা তাঁরা বিশ্বাস করেন। ভারতীয় বীর জওয়ানদের জন্য দেশবাসীর শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে যে কোনও মহান কাজের তিনিও শরিক।

বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে খুশি না হতে পারলেও, তাঁরা বলেছেন, সত্যিকার সেখানে হামলার দিন কী ঘটেছিল, তা জানতে পারলে তারা খুশি হতেন। এখানে তো কিছু লুকোনোর প্রশ্ন নেই—প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য ঘিরে যখন দেশজুড়ে বিতর্ক, তাতে কিছু জল ঢেলে শান্ত করতে সে, পর্যন্ত আসরে নামল প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)। কারণ লাদাখ নিয়ে প্রতিরক্ষা এবং বিদেশ মন্ত্রক যা বলেছে, তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কণ্ঠে ভিন্ন সুর শোনা গেল বলেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বিরোধীদের সন্দেহ, তাহলে কি মোদি পিছু হঠছেন? অথবা কিছু লুকোচ্ছেন?

সে যাই হোক না কেন, ভারতের সেনাবাহিনী কিন্তু বসে নেই। ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে চিনের সৈন্যরা যদি আবার নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করার চেষ্টা করে তাহলে যে জোর লড়াই বাধবে তার প্রস্তুতি ভালোভাবেই নিচ্ছে ভারতীয় সেনা। নিয়ন্ত্রণ রেখার অদূরে সেনা মোতায়েনও আরও বেশি সংখ্যায় করা হয়েছে। সুখোই, মিরাজ সহ আধুনিক যুদ্ধ বিমানও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লাদাখ উপত্যকায় ভারতীয় সেনারা নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায়, নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারতীয় ও চিনা সৈন্যরা মুখোমুখি হলেও ভারতের নীতি ছিল ভারতীয় সৈন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবে না। কিন্তু সম্প্রতি লাদাখের লালওয়ানে ভারতীয় ও চিনা সৈন্যদের ভয়াবহ সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সেই নীতি বদলে ফেলল ভারত। ঠিক হয়েছে, ভবিষ্যতে চিনারা যদি আবার মারমুখী হয়ে নিয়ন্ত্রণ রেখা ভেঙে ভারত-ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের হঠাতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। সংঘর্ষের এক সপ্তাহ অতিক্রম করার পরও, একটি সংবাদে প্রকাশ, লালওয়ানের একাংশ জুড়ে বসে রয়েছে লালফৌজের জওয়ানরা। সুতরাং ভারতের কাছে এটা চরম অস্বস্তিদায়ক খবর। তাই ভারত প্রস্তুতি নিচ্ছে, সম্ভাব্য চিনা হামলার প্রতিহত করতে। আর সেই কারণেই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, সুখোই ও মিরাজ ফরওয়ার্ড বেসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা ছাড়া লাওয়ান সড়ক নির্মাণের কাজে পাহাড়া দেওয়ার জন্য ভারতীয় সেনাদেরও মোতায়েন করা হয়েছে। এই সড়ক নির্মাণ নিয়েই চিনের যত আপত্তি এদিকে ভারতের বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আর কে এস ভাদৌরিয়া বায়ুসেনাদের একটি সমাবেশে বলেছেন, যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত। তবে তিনি জানান, চিনের যুদ্ধবিমান ভারতীয় বায়ু সেনা এলাকায় ঢোকেনি।

কেন লালওয়ানে এই রাস্তা তৈরি নিয়ে চিনের এত আপত্তি? একজন ভারতীয় সেনা অফিসারের মতে এই রাস্তা হলে তা কারাকোরাম পর্যন্ত যাবে— ফলে এই রাস্তা দিয়ে অনায়াসেই যাতায়াত করতে পারবে ভারতীয় সেনারা। কারাকোরাম চিন, পাকিস্তানের আর্থিক করিডোরের অতি কাছে —তাই প্রথম থেকেই ওই রাস্তা নির্মাণ নিয়ে চিন ঘোর আপত্তি জানিয়ে আসছে। রাস্তা নির্মাণের কাজে চিনের তরফ থেকে যাতে বাধা না আসে, আর এলে, তা যাতে ভালোভাবে প্রতিহত করা যায়, তার জন্য ভারত এখন সর্বতোভাবে প্রস্তুত। কর্তব্যরত ভারতীয় সেনারা এই অঞ্চলে তীক্ষ্ণ নজরদারি চালিয়ে লালফৌজের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন।

চিনের এই কাণ্ডে ভারত হতবাক। ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে ভারতবাসীও ক্ষোভে ফুঁসছেন। তাঁরা চান ভারত এর যোগ্য জবাব দিক। প্রতিশোধ নিক। বিরোধীরা

ছয়ের পাতায়

বুধবার ভোর রাতে পশ্চিম থানার পুলিশের নাকের ডগায় একটি দোকানে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ছবি- নিজস্ব।

আওয়ামী লীগের জন্মই হয়েছিলো স্বাধীনতা এনে দেয়ার জন্য : অনলাইন আলোচনায় বক্তারা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৪।।আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অনলাইনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন ,এ দলটির জন্মই হয়েছিলো এদেশের মানুষকে স্বাধীনতা এনে দেয়ার জন্য। তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা দিলেন তখন সারা বাংলার মানুষ একে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে।

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলটি আয়োজিত অনলাইনে আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 'গণমানুষের পাশে আওয়ামী লীগের ৭১ বছর' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান সোমবার রাতে অনলাইন অ্যাপ জুম এর-মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন ও লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুভাষ সিংহ রায়।

অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে। বঙ্গবন্ধুর সারা জীবন লড়াই সংগ্রাম করেছেন। তিনি তার জীবনের ১৪টি বছর জেলে কাটিয়েছেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা দিলেন তখন সারা বাংলার মানুষ একে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৬৭ টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। যখন বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠন করতে দিলো না তখন স্বাধীনতার ডাক দেওয়া ছাড়া বঙ্গবন্ধুর আর কোন উপায় ছিলো না।

অজয় দাশগুপ্ত বলেন, আওয়ামী লীগের জন্মই হয়েছিলো এদেশের মানুষকে স্বাধীনতা এনে দেয়ার জন্য। ১৯৭১ সালে যখন লাখ লাখ তরুণ মুক্তিযুদ্ধ করছে তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে সরকার তারা ভবিষৎ বাংলাদেশ কিভাবে পরিচালিত হবে তা নিয়ে' প্ল্যানিং সেল' গঠন করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি দেশ টিকবেনা বলা হলেও সেই দেশকে তিন বছরে পুনঃগঠন করেন বঙ্গবন্ধু।।

বঙ্গবন্ধু মাত্র ১৩১৪ দিন রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন এই সময়ের মাঝে তিনি ৪০টি আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করেছিলেন বলে যোগ করেন সুভাষ সিংহ রায়।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান বলেন, বঙ্গবন্ধু যদিও সাড়ে ৩ বছর সময় পেয়েছিলেন কিন্তু তিনি যতো কাজ করে গেছেন এবং কাজের যে ধারাটা রচনা করে গিয়েছিলেন তা বাংলাদেশকে ৩৫ বছর এগিয়ে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাতির পিতা দেখানো নিয়মেই দেশ পরিচালনা করছেন বলেই আমরা সেই সুদিন আবার দেখতে পাচ্ছি।

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বাংলাদেশকে একটি অনগ্রসর জাতিতে পরিণত করতে বিএনপি-জামাত জোট যখন সাবমেরিন কেবল সংযোগের অনুমতি দিলো না তখন আমরা অনেক পিছিয়ে পড়লাম। পরবর্তীতে যখন মোবাইল সেবা আসলো বিএনপি আমলে তখন একটা মোবাইল সংযোগ নিতে খরচ পড়তো দেড় লক্ষ টাকা যা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে এতো ব্যয়বহুল সংযোগ নেয়া সম্ভব ছিলোনা।

'পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৯৬ সালে যখন ক্ষমতায় আসলো তখন দল-মত নির্বিশেষে সকলকে মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবসার সুযোগ দেয়া হলো। এটাই হচ্ছে মানুষকে সেবা করার সদিচ্ছা' .বলেন তিনি।

দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩৭৮৮ জন

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.): দিল্লিতে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩৭৮৮ ।নিহত ৬৪ ।সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৬৫। আক্রান্ত ৭০৩৯০ ।বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছে ২১২৪ ।দিল্লি সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০৩৯০ ।এর মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত ৩৯৮৮। এদিন দিল্লিতে ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ।মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৩৬৫ ।বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছে ২১২৪। সব মিলিয়ে সুস্থ ৪১৪৩৭। দিল্লিতে সক্রিয় আক্রান্ত ২৬৫৮৮। দিল্লিতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হচ্ছে ২৬৬ । এদিন ১৯০৫৯ জনের পরীক্ষা করা হয়েছে ।সব মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে ৪২০৭০৭।

নাগাল্যান্ডে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩৪৭, অসমে ৬২৮২

গুয়াহাটি / কোহিমা, ২৪ জুন (হি.স.) : বুধবার নাগাল্যান্ডে একসঙ্গে আরও নতুন ১৭ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। নতুন আক্রান্তদের নিয়ে নাগাল্যান্ডে মোট সংখ্যা ৩৪৭-এ পৌঁছেছে।

নাগাল্যান্ডের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী এস পাংন্যু ফোম আজ তাঁর অফিশায়াল টুইটে এই খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, ৪৪৮ জনের কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে আজ ১৭ জনের দেহে ধরা পড়েছে কোভিড-১৯ পজিটিভ। পজিটিভ রোগীদের মধ্যে ডিমাপুর কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ১৫ জন, জুনহেবটো কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ২ জন। এ নিয়ে নাগাল্যান্ডে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪৭ জন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪১ জন এবং এখনও সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২০৬ জন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অসমে সর্বাধিক। এই খবর লেখা পর্যন্ত অসমে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬২৮২, সুস্থ হয়েছেন ৩,৭৬২ জন এবং সক্রিয় রোগী ২,৫০৮ জন। আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় ত্রিপুরায় এই খবর লেখা পর্যন্ত ১, ২৫৯টি করোনা মামলার মধ্যে ৮০৭ জনকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সক্রিয় রোগী ৪৫১ জন।

তৃতীয় স্থানাধিকারী মণিপুরে রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯২৮। এঁদের মধ্যে ২৫৮ জন সুস্থ হয়েছেন। সক্রিয় রোগী ৬৬৩ জন। মিজোরামে আক্রান্ত ১৪২ জন, সুস্থ হয়েছেন ৯ জন এবং সক্রিয় রোগী ১৩৩ জন। সিকিমে এখন পর্যন্ত ৮৩ জনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৯ জন সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি ৫৪ জনের চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে অরুণাচল প্রদেশে করোনা ভাইরাস পজিটিভ মামলা বেড়ে হয়েছে ১৪৮। এর মধ্যে ২২ জন সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগী ১২৬ জন। মেঘালয়ে ৪৬ জন থেকে আর করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার খবর পাওয়া যায়নি।

নতুন করে মহারাষ্ট্র পুলিশের ১৮৫ জন কর্মী করোনা আক্রান্ত

মুম্বই, ২৪ জুন (হি. স.): করোনার ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে মহারাষ্ট্রে। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বাদ যায়নি রাজ্য পুলিশ। বিগত ৪৮ ঘণ্টায় মহারাষ্ট্র পুলিশের ১৮৫ জন পুলিসকর্মীর শরীরে মিলেছে করোনা সংক্রমণ। মৃত্যু হয়েছে দুই জনের এমন পরিস্থিতিতে চিন্তার

ছয়ের পাতায়

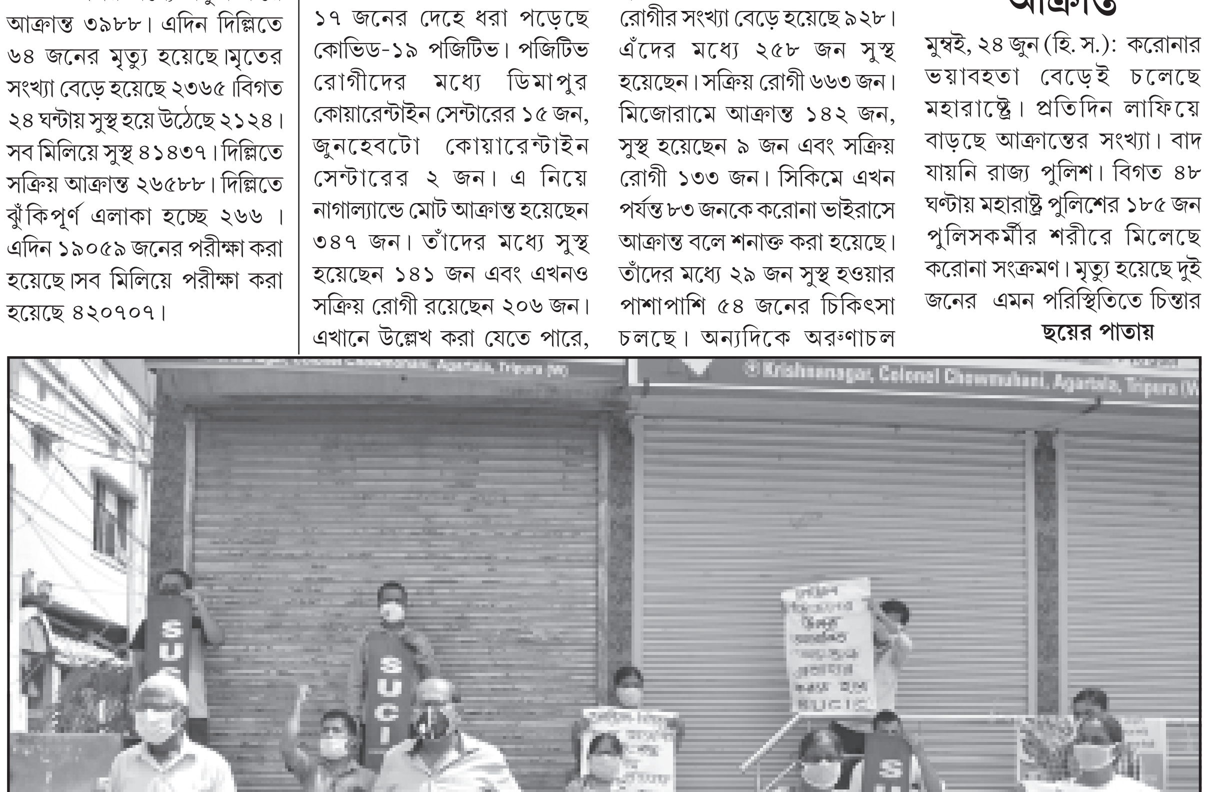

বুধবার এসইউসিআই আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে একদিনে করোনায় ৩৭ জন মারা গেছেন, নতুন আক্রান্ত ৩,৪৬২

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৪।বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১০৯তম দিনে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩৭ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকালের চেয়ে আজ ৬ জন কম মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৪৩ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৫৮২ জন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৯ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ৩০ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ মৃত্যুর হার দশমিক ০১ শতাংশ কম। বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১৬ হাজার ৪৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ৪৬২ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ৫০ জন বেশি শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৬ হাজার ২৯২টি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৪১২ জন। দেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ২২ হাজার ৬৬০ জন। নমুনা পরীক্ষায় আজ শনাক্তের হার ২১ দশমিক ০৭ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২০ দশমিক ৯৪ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার দশমিক ১৩ শতাংশ বেশি। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৩১ জন। গতকালের চেয়ে আজ ১ হাজার ১৫১ জন বেশি সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ৮৮০ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৪৯ হাজার ৬৬৬ জন। তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৪৯ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৩৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ৫৩ শতাংশ বেশি।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৭ হাজার ২৪৫টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৭ হাজার ৫৬৩টি। গতকালের চেয়ে আজ ৩১৮টি নমুনা কম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৬৬টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৬ হাজার ৪৩৩টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৬ হাজার ২৯২টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ১৪১টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৬ লাখ ৬০ হাজার ৪৪৪টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৩৪ জন পুরুষ, ৩ জন নারী। এদের মধ্যে ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ১ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৯ জন এবং ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৮ জন রয়েছেন। বিভাগ বিশ্লেষণে ১০ জন ঢাকা বিভাগের, ৯ জন চট্টগ্রাম বিভাগের, ৬ জন রাজশাহী বিভাগের, ৭ জন খুলনা বিভাগের, ৩ জন ময়মনসিংহ বিভাগের এবং ১ জন করে বরিশাল ও রংপুরে বিভাগের। ৩৪ জন মারা গেছেন হাসপাতালে এবং ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বাসায়। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে ৭৪৯ জনকে এবং এ পর্যন্ত আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে ২১ হাজার ৮৬১ জনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৫১৮ জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৮ হাজার ৭০৩ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন ১৩ হাজার ১৫৮ জন। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে ২ হাজার ৬৩১ জনকে, এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে ৩ লাখ ৪৭ হাজার ২৯১ জনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন ২ হাজার ৮১৭ জন, এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিন থেকে মোট ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৮৩ হাজার ৩৩১ জন। বর্তমানে হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন ৬৩ হাজার ৯০৭ জন। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) গত ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ২ হাজার ৫শ' টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ২৮ হাজার ২৪৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৩ লাখ ৬২ হাজার ৮১৪টি। বর্তমানে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৪৩১টি পিপিই মজুদ রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৭২ হাজার ৪৪৫টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২৯ লাখ ৪২ হাজার ৪৫৬টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩৯৫ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ১২৪ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ২৭ হাজার ৬০৯ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৩ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ হাজার ৯২৪ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৬ লাখ ২০ হাজার ১১৫ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৮৫ জন এবং এ পর্যন্ত ১৮ হাজার ১১৯ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৩ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৩৩ হাজার ৩২৬ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ লাখ ৯৩ হাজার ৬৫৯ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩ হাজার ৮৪৭ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৬৯ হাজার ৫৮৭ জন বলে তিনি জানান।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

করোনা নিয়ে বিএনপি ও কিছু বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৪।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের কারণেই করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপি ও কিছু বিশেষজ্ঞের শঙ্কা-আশঙ্কা ভুল প্রমাণ হয়েছে।'

তিনি বুধবার অপরাহ্নে সচিবালয়ে নিজ দপ্তর থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের চতুর্থ সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন। ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ, শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, হুইপ শামসুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড় শিরিন আখতার ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এ বি এম আজাদ এ সভায় অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, " দেশে তিনমাসের বেশি সময় ধরে প্রায় সবকিছু বন্ধ। এখন সীমিত আকারে খুললেও সবকিছু চালু হয়নি। সরকারের সঠিক এবং সময়োচিত পদক্ষেপ ও একইসাথে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতার কারণেই তিন মাসে বাংলাদেশে একজন মানুষও অনাহারে মারা যায়নি। কোথাও খাদ্যের জন্য হাহাকার নেই। খাদ্যের জন্য হাহাকারের সম্ভাবনা নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন, তাদের সেই মত ভুল প্রমাণিত হয়েছে।"

ড় হাছান বলেন, ' চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রেও সরকার অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং আরো নতুন নতুন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এগুলো ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আমরা যদি এভাবে এগিয়ে যেতে পারি, পরম সৃষ্টিকর্তার আর্শিবাদে এই মহামারি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।' চিকিৎসা শুধু ধনাঢ্য ব্যক্তিদের জন্য নয়, চিকিৎসা সবার জন্য এবং সরকার সেটি নিশ্চিত করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'সরকার ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে জেনারেল হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে সামর্থ্য অনুযায়ী সমস্ত মানুষের জন্য চিকিৎসা নিশ্চিত করেছে।'

চট্টগ্রামের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'বিভাগীয় কমিশনার জানিয়েছেন চট্টগ্রাম বিভাগে আইসিইউ বেড ১৯৬টি। এরমধ্যে কিছু বেড খালিও আছে। অর্থাৎ এখানে শুরুতে যে সংকট ছিল, এখন তা নেই। চট্টগ্রামের রোগীরা যাতে আরো ভালোভাবে চিকিৎসা সুবিধা পায় সেজন্য আমরা সর্বোতভাবে চেষ্টা করছি, চট্টগ্রামে নিয়মিত সমন্বয় সভা করছি। স্থানীয়ভাবে বিষয়গুলো দেখভাল করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে যে কমিটি করে দেয়া হয়েছে, তারাও কষ্ট করে অনেক কাজ করেছেন।'

তিনি বলেন, ' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ভেটেনারী বিশ্ববিদ্যালয় কোভিড-১৯ টেস্টের ব্যবস্থা করে যে উদাহরণ তৈরি করেছে, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদেরকে অনুসরণ করবে বলে আমি আশা করি।' মন্ত্রী চট্টগ্রামে করোনা মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং প্রয়োজনে লাশ দাফনের কাজে এগিয়ে আসা মানুষ ও সংগঠনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তথ্যমন্ত্রী বলেন, জীবন ও জীবিকা রক্ষার মধ্যে সমন্বয় করেই নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেজন্য এখন এলাকাভিত্তিক রেড জোন চিহ্নিত করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি আরো বলেন, চিহ্নিত এলাকায় যেসব বিধিনিষেধ মেনে চলা প্রয়োজন, আমাদেরকে অবশ্যই কঠোরভাবে সেগুলো মানতে হবে। তাহলেই আমাদের পক্ষে নিজেদেরকে, নিজের পরিবারকে, কাছের জনদেরকে সুরক্ষা দেয়া এবং মহামারি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

লস অ্যাঞ্জেলসে প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্বের প্রথম যোগ বিশ্ববিদ্যালয়

লস অ্যাঞ্জেলস, ২৪ জুন (হি.স.) : লস অ্যাঞ্জেলসে প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্বের প্রথম যোগ বিশ্ববিদ্যালয় এই যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্য বিবেকানন্দ যোগ ইউনিভার্সিটি'। মঙ্গলবার আমেরিকার নিউ ইয়র্কে ভারতীয় দূতাবাসে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরন ও বিদেশমন্ত্রকের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য পিপি চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান পদে থাকবেন যোগগুরু এইচআর নগেন্দ্র। জানা গিয়েছে, এখানে ভারতের সনাতন যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে পড়ানো হবে। ভারচুয়াল অনুষ্ঠানে মুরলীধরন বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় এসে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়েছিলেন। যোগ হল ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ। আমরা এর মাধ্যমে বিশ্ব শান্তির বার্তা দিতে পারি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যোগের বার্তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।'

ছয়ের পাতায়

জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে নিরাপত্তা পরিষদের দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৪।।বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (কপ২১) বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (ইউএনএসসি) প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত মঙ্গলবার বার্লিন ক্লাইমেট অ্যান্ড সিকিউরিটি কনফারেন্স ২০২০ চলাকালে ভিডিও বিবৃতিতে মোমেন এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আর মোটেও জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটি এড়িয়ে যেতে পারে না। একটি নিরাপদ বিশ্বের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে তাদেরকে একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দিন।' বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সতর্ক করেছেন যে, দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তা পরিষদ জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটিকে এড়িয়ে গেলে অনেক দেশের এবং বিশ্বের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা সমস্যা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। মোমেন এ বিষয়ে আরো বলেন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে অবশ্যই প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দিতে হবে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বৈশ্বিক প্রচেষ্টা জোরদার করার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, 'জলবায়ুর ইস্যুটি শুধুমাত্র আমাদের উন্নয়ন বা নিরাপত্তার ইস্যু নয়, বরং এটি আমাদের অস্তিত্বের ইস্যু। আর তাই সকল রাষ্ট্রকে সম্মিলিতভাবে এই বৈশ্বিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই প্যারিস চুক্তি মেনে চলতে হবে।' তিনি বলেন, বৈশ্বিক নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে স্বার্থে আমাদেরকে অবশ্যই এটা বাস্তবায়ন করতে হবে।' পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করার জন্য তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বের সকল দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করতে আমাদের অবশ্যই একসাথে কাজ করতে হবে।'

বিশ্বের জন্য কোভিড-১৯ মহামারীকে একটি সতর্ক বার্তা হিসেবে অভিহিত করে ড় মোমেন বলেন, যদি বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশী বৃদ্ধি পায়, তবে তা শুধু বাংলাদেশ বা মালদ্বীপের জন্যই না, বরং 'যেসব নগরী ও শহরের জন্য আমরা গর্ব করি আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও সেগুলোর অস্তিত্ব থাকবে না।'

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে দেশটির এক-পঞ্চমাংশ ভূখন্ড বিলীন হয়ে যাবে। আর এমনটা ঘটলে ৩ কোটি থেকে ৪ কোটি লোক আবাসস্থল হারাবে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, 'যদি কোটি কোটি লোক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বলিউডে বহিরাগত হয়েও ওরা সফল

শুভঙ্কর দাস

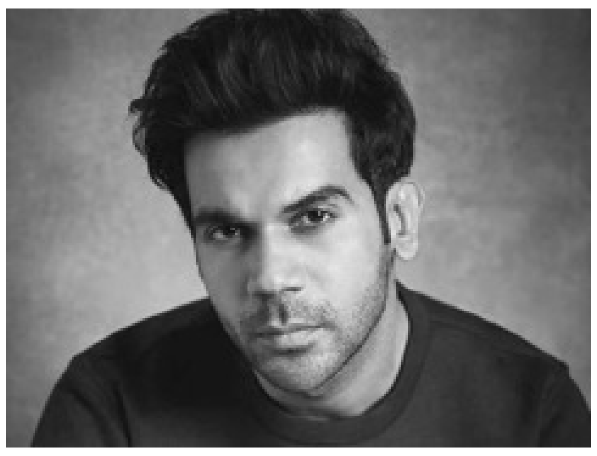

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে চারিদিকে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা তৈরি করার চেষ্টা চলছে। আর সেই ধারণাটি হল বলিউড মাত্রেই স্বজনপোষণ এবং পরিবারতন্ত্রের আধিক্য। ধারণা যে পুরোপুরি বিভ্রান্তিমূলক তা প্রমাণ করে দিয়েছে বর্তমান সময়ে বলিউডের তিন অভিনেতা। তারা হলেন রাজকুমার রাও, আয়ুষ্মান খুরানা এবং ভিকি কৌশল। এই তিন অভিনেতাই চিরাচরিত বলিউডি ঘরানার অভিনয় শৈলীর ঊর্ধে উঠে ভিন্নধারার ছবি ও অভিনয় দর্শকদের উপহার দিয়ে চলেছে। এদের কারো বাবা, মা, কাকু, জেঠু বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য বলিউডের অংশ নন। ফলে এখানে স্বজনপোষণ এবং পরিবারতন্ত্রের ধারণাটা মেলে না। এই তিন অভিনেতাই নিজেদের প্রতিভায় ভাস্কর। ৭০ এমএমের রুপোলি পর্দায় এদের অভিনয় যখন ফুটে ওঠে তখন এক অন্য ভারতের গল্প আমরা দেখতে পাই। যে ভারত ঘাম, রক্ত, দৈনন্দিন সংঘাত ও সংগ্রাম দিয়ে গড়া। ছোট শহর থেকে উঠে বড় বলিউডের সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন রাজকুমার রাও। তারপর একে একে অভিনয় করেছেন একেবারে ভিন্ন ধারার ছবিগুলিতে। এর মধ্যে রয়েছে নিউটন, সিটি লাইটস, বরেলি কি বরফি, স্ত্রী, জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, মেড ইন চায়না সহ একাধিক ছবিতে। তার অভিনয়ের মধ্যে এক ছিমছাম সাধারণ ভারতীয় যুবককে আমরা বারেবারে লক্ষ্য করেছি। কখনো রুটি রুজির সন্ধানে ছোট শহর বা গ্রাম থেকে বড় শহরে আসা তো কখনো মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় ভোটাধিকারিক হিসেবে ছুটে-যাওয়া। তার ছবিতে সে কখনো ঘুমের মধ্যে সুইজারল্যান্ড বা পশ্চিম ইউরোপের কোন দেশে নায়িকার সঙ্গে নাচ করেনি। তবুও তার অভিনয়কে, তার সৃষ্টিশীলতাকে দেশবাসী কুর্নিশ জানিয়েছে।

টেলিভিশনের জনপ্রিয় চ্যানেল এমটিভি- তে রোডিস নামে একটি রিয়েলিটি শো দিয়ে শুরু আয়ুষ্মান খুরানা। পরবর্তী সময় দীর্ঘদিন ওই চ্যানেলে ভিডিও জকির কাজ

শহরে আসার অনিশ্চয়তা। বাঁচা আর ভালোবাসার মধ্যে তীব্র দোলাচলের কথা বলে চলে।

সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গে কাই পো ছে ছবিতে অভিনয় করে করা। তারপর একে একে ধাপ পেরিয়ে চলচ্চিত্রে প্রবেশ। সুজিত সরকারের ভিকি ডোনার ছবি দিয়ে সাড়া জাগিয়েছিল আয়ুষ্মান। তারপর অভিনয় করেছেন দম লাগাকে হেইসা, অন্ধাধুন, বরেলি কি বরফি, বালা, আর্টিকেল ১৫ মতো ছবিতে। সম্প্রতি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে অভিনয় করা তার গুলাবো সিতাবো ছবিটি নেটিজেনদের মন কেড়ে নিয়েছে। তার ছবিতে সে কখনো সংবিধান রক্ষা ও সমানাধিকারের জন্য লড়াই করে যাওয়া পুলিশ আধিকারিক তো কখনো মাথায় চুল না থাকা এক যুবক। প্রতিটা ছবিতেই তার অভিনয়ের ভিন্নতা মানুষের মনে দাগ কেটে রেখে গিয়েছে।

সঞ্জু ছবিতে রণবীর কাপুরের তাকাতে হয়নি। তার উরি দ্যা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ছবি আসমুদ্রহিমাচল দেশবাসীর মন কেড়ে নিয়েছিল।

এরা তিনজনেই শুধুমাত্র নিজেদের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে এবং চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে এক আশ্চর্য রসায়ন গড়ে তুলেছিল। তাদের এক অনন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। মনে রাখতে হবে এদের মতন রণবীর সিংহ বহিরাগত। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তার পরিবারের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু বাজিরাও মাস্তানি থেকে শুরু করে

বিপরীতে অভিনয় করে সাড়া জাগিয়েছিলেন ভিকি কৌশল। তারপরে আর পেছনে ফিরে পদ্মাবতী পর্যন্ত তার অভিনয় সকল দর্শকের হৃদয়ের অন্তরকে স্পর্শ করে গিয়েছে।

কমলার খোসায় দিয়ে ত্বক উজ্জ্বল করতে পারেন

সুস্বাদু আর স্বাস্থ্যকর ফল হিসেবে কমলা খুবই পরিচিত। সারা বছর পাওয়া গেলেও শীতের এই মৌসুমে বাজার ছেয়ে গেছে সুলভ মূল্যের কমলায়। খাওয়ার পাশাপাশি ত্বক ঘটিত সমস্যার সহজ সমাধানে কমলার খোসায় জুড়ি নেই। কিন্তু সঠিক ব্যবহারের অভাবে ত্বকের কাম্য উজ্জ্বলতা পাইনা। আগুন জেনে নেয়া যাক কমলার খোসাকে রূপচর্চার উপযুক্ত উপাদানে পরিণত করার কিছু উপায়। ত্বকের কালো দাগ তুলতে -

এক টেবিল চামচ দই, আধা চামচ মধু, এক চা চামচ কমলার খোসা বাটা একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক বানাতে হবে। এই প্যাক ত্বকে লাগিয়ে রেখে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এটি আপনার ত্বকের কালো দাগ দূর করে ত্বক উজ্জ্বল করবে। যাদের ত্বক শুষ্ক তারা এই প্যাকে এক চা চামচ অলিভ অয়েল বা নারিকেলের তেল যোগ করতে পারেন।

ব্ল্যাকহেডস দূর করতে - দুই চা চামচ দই এবং এক চা চামচ কমলার খোসার গুঁড়া মিশিয়ে পেস্ট করে আপনার ত্বকের ব্ল্যাকহেডস আক্রান্ত জায়গায় লাগিয়ে হালকা ম্যাসাজ করুণ। ১৫ মিনিট পর হালকা ম্যাসাজ করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৩ থেকে ৪ দিনেই ব্ল্যাকহেডস কমে যাবে। ত্বকে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি -কমলার খোসা বাটা ১ টেবিল চামচ, আধা টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া, আধা টেবিল চামচ মধু নিয়ে পেস্ট বানাতে হবে। মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে হালকা গরম জল দিয়ে হালকা ম্যাসাজ করুণ। তারপর উষ্ণ গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন খুব সহজেই আপনি পেয়ে যাবেন ক্লান্তিহীন উজ্জ্বল ত্বক।

রিবন্ডিং চুল

নারীর সৌন্দর্য প্রকাশের অন্যতম উপাদান সুন্দর চুল। আজকাল ফ্যাশণ সচেতন তরুণীরা চুল রিবন্ডিং করছেন। তবে অনেকেই অভিযোগ করেন বিবন্ডিং কবার পর চুল ভেঙে যাচ্ছে রুক্ষ পড়ে যাচ্ছে। আসলে এটা ভ্হচ্ছে সঠিক যত্ন না নেওয়ার জন্য। সবারই চুলের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তবে রিবন্ডিং করা চুলের চাই বাড়তি যত্ন। যারা চুল বিরন্ডিং করে বিভিন্ন সমস্যার রয়েছেন জেনে নিন কীভাবে চুলের যত্ন নেবেন। সপ্তাহে ২ দিন রাতে নারিকেসল স্তেলা বা অলিভ অয়েল হালকা গরম করে চুলে ম্যাসাজ করুন রিছুক্ষণ চুল আঁচড়ে নিন, এতে রক্ত সাঞ্চালন বাড়বে। শ্যাম্পু করার আগে ১ টি ডিম, ১ চা চামচ ক্যাস্টরক অয়েল, ১ চাতালুতে লাগান। একঘন্টা পর শ্যাম্পু করুন। গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে ভাদা ঘন্টা চুল প্যাচিয়ে রেখে শ্যাম্পু করুন। চুলের রুক্ষভাব কমবে বিরন্ডিং করা চুল খুলে রাখা হয় বলে দ্রুত ময়লা জমে। সপ্তাহে অন্তত তিনবার শ্যাম্পু করুন সাধারণ করার পর অবশ্যই কন্ডিয়নার ব্যবহার করতে হবে। চুলের উজ্জ্বতা বাড়াতে শ্যাম্পু করার পর এক মগ জলে কয়েক ফোঁটা ভিনেগার মিশিয়ে সেই জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এভাবে নিয়মিত যত্ন নিলে চু হবে আর্য় সিল্কি এবং কাংঙ্খিত সুন্দর। তালুতে লাগান। একঘন্টা পর শ্যাম্পু করুন। গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে ভাদা ঘন্টা চুল প্যাচিয়ে রেখে শ্যাম্পু করুন। চুলের রুক্ষভাব কমবে বিরন্ডিং করা চুল খুলে রাখা হয় বলে দ্রুত ময়লা জমে। সপ্তাহে অন্তত তিনবার শ্যাম্পু করুন সাধারণ করার পর অবশ্যই কন্ডিয়নার ব্যবহার করতে হবে। চুলের উজ্জ্বতা বাড়াতে শ্যাম্পু করার পর এক মগ জলে কয়েক ফোঁটা ভিনেগার মিশিয়ে সেই জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এভাবে নিয়মিত যত্ন নিলে চু হবে আর্য় সিল্কি এবং কাংঙ্খিত সুন্দর। চামচ লেবুর রস এবং সংপরিমাণ মধু দিয়ে প্যাক তৈরী করে মাথায়

হিমেল দিনের রূপসজ্জা

শীতকালে খেয়ে আরাম, বেড়িয়ে আরাম। শীতকালে মনের মতো করে সাজগোজ করা যায়। গরমকালে সাজগোজ করে করা যায়। গরমকালের সাজগোজ করে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। কারণ দু'মিনিটেই ঘেমে নেয়ে মেকআপ গলে একাকার। কিন্তু শীতকালে তা হয় না। তাই সকাল-সন্ধ্যায় ইচ্ছেমতো সাজা যায়। নেওযা যায় মেকআপ।

দিনের বেলার মেকআপ—

শীতকালে সাবাতে আর্দ্রতা কমে যায়, ত্বক শুষ্ক লাগে। ঘরের ভেতর এবং বাইরের তাপমত্রায় ফারাক থাকায় ত্বকের আর্দ্রতার ভারসাম্য নষ্ট হয়। ত্বক নিষ্প্রভ দেখায়। তাই মেকআপের আগে ত্বক পরিষ্কার করা জরুরি। তবে সাধারণ বাজার চলকি সাবান ব্যবহার না করে ময়শ্চারাইজার যুক্ত সাবান ব্যবহার করুন।, মাইল্ড ফেশওয়াশ দিয়েও মুখ্খ পরিশকার করতে পারনে। দিনে দু'বার মুখ পরিশকার করুন। এরপর টোনিংএর পালা। তারপর ময়শ্চরাইজিং। মুখ ভেজা থাকতে থাকতেই ময়শ্চরাইজার লাগান। ত্বক উজ্জ্বল থাকবে। মোলায়েম থাকবে।

কারণ রুক্ষ-শুষ্ক ত্বকে মেকআপ ভালো মতো বসে না। দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। তবে খুব শুষ্ক ত্বকে টোনার লাগাবেননা।

প্রথমেই পুরো সাজর্ট নির্ভরশীল। সকালেবেলা ময়শ্চরাইজারের ওপর গায়ের রঙেরক সঙেগ নামানসই কমপ্যক্ট লাগাতে পারেন। যদি মনে কপেরন যে সকালেই একটু জমকালো সাজ দরকরা—

সেক্ষেত্রে সামান্য ফাউন্ডেশন ব্যবহার করতে পারনে। অন্যথায় কমপ্যাক্টই যথে,ট। এরপর চোখে লাইনার দিয়ে রেখা টেনে হাইলাইট করুন। দিনের বেলায় কোহল পেনসিলও ব্যবহার করতে পারনে।

একটা সফট লুরক আসবে। শীতকালে কালো লাইনারের বদলে পোশাকের সঙেগ রং মিলিয়ে খয়েরি, হালকা সবুজ ইত্যাতি রং-এর লাইনারও ট্রাই করা যেতে পারে। ঠোঁটে কেপাশাকের সঙ্গে মানানসই রঙের লিপকালার লাগিয়ে নিন। খুব লাল বা মেজেনটা ইত্যাদি রংগুলি পাত্রিবেলার জন্য তোলা খাত। দিনের বেলা হালকা রঙের গ্লসি লিপগ্লসেরও অনেককেই নামিয়ে যায়।

বিশেষ করে টিনএজারাদের। একটা কথা, এক সঙ্গে চোখ ও ঠোঁট দুটোই বেশি করে হাইলাইট করবেন না। শীতকালে অয়েল বেসড মেকআপে দেখতে ভালো লাগে। বেশিক্ষণ থাকওে। সকালে সফট শেডের ক্রিম ক্লাশ -অন ব্যবহার করতে পারনে। হবালকা একটা আভাই যেন গালে থাকে। চোখে ক্লিয়ার মাসকারা ব্যবহার করুন। চোখে একটা ভেজা ভেজা ভাব থাকবে। যত্ন করে সময় নিয়ে মেকআপ করুন। অপটু হাতে তাড়াহুড়ো করে মেকআপ করলে হিতে বিপরীত হয়।

সন্ধেবেলায় মেকআপ ঃ-

শীতের সন্ধেই সেই সময় যখন ঘরে মজুত মেতআপের সমস্ত সম্ভার দিয়ে মনমতো সাজগোজ

ফেশওয়াশ দিয়েও মুখ্খ পরিশকার করতে পারনে। দিনে দু'বার মুখ পরিশকার করুন। এরপর টোনিংএর পালা। তারপর ময়শ্চরাইজিং। মুখ ভেজা থাকতে থাকতেই ময়শ্চরাইজার লাগান। ত্বক উজ্জ্বল থাকবে। মোলায়েম থাকবে।

কারণ রুক্ষ-শুষ্ক ত্বকে মেকআপ ভালো মতো বসে না। দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। তবে খুব শুষ্ক ত্বকে টোনার লাগাবেননা।

প্রথমেই পুরো সাজর্ট নির্ভরশীল। সকালেবেলা ময়শ্চরাইজারের ওপর গায়ের রঙেরক সঙেগ নামানসই কমপ্যক্ট লাগাতে পারেন। যদি মনে কপেরন যে সকালেই একটু জমকালো সাজ দরকরা—

সেক্ষেত্রে সামান্য ফাউন্ডেশন ব্যবহার করতে পারনে। অন্যথায় কমপ্যাক্টই যথে,ট। এরপর চোখে লাইনার দিয়ে রেখা টেনে হাইলাইট করুন। দিনের বেলায় কোহল পেনসিলও ব্যবহার করতে পারনে। একটা সফট লুরক আসবে। শীতক

করা যায় প্রথমেই ময়শ্চরাইজার লাগানোর পালা। তারপর ফাউন্ডেসন লাগাতে হবে। যদি ছোকের কোলে কালি থাকে বা মুখে বেশি দাঘছোপ থাকে তাহলে কনসিলার দিয়ে সেগুলো ঢেকে দিতে হবে। ফাউন্ডেসন সবসময় নিজের গায়ের রঙের সঙেগ রং মিলিয়ে কিনতে হবে। তার জন্য ভেজা স্পঞ্জ ব্যবহার করতে পারনে। মুখ, ঘাষ লগা ও পিটে ফাউন্ডেশন লাগাবেন। এরপর ত্বকের রঙের সঙ্গে মানানসই কমপ্যাক্ট লাগান। বাড়তি পাউডার ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে ফেলুন।

এরপর খোচের পালা। প্রথমে আইশ্যাডো লাগাবার পালা। চোখের জন্য স্মোকি অঅইজ এড্ন ভালো অপশন, আইশ্যাডো ব্রাশ দিয়ে ছোকের

কোণের অংশ সআমজ করে দিন। রাতে গ্লিটার দেওয়া আইশ্যাডো ব্যাবহর করতে পারেন। পোশাকের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করতেচ লোন্ডেন অথবা ব্রোঞ্জ শেডের আইশ্যাডো বা হাইলাইটার লাগতে পারনে।' দু'রঙের অঅইশ্যাডোও লাগাতে পারনে। এরপর লাইনার লাগানোর পালা, স্মোকি অঅইজ চাইলে ব্রাশেড সাহায্যে আইলাইনার সামান্য ঘষে নিন। ছোকের মায়াবী সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মাসকারা ব্যবহার করুন। মাসকারা লাগানোর সময় দুটো ল্যাশেই ব্লেন্ড করে দেবেন।

পোশাকের সঙ্গে মানানসই রঙের লিপস্টিক না লাগালে পাত্রিবেলায় সাজ সম্পূর্ণ হয় না। এখন লাল-রঙের এবং লাল ঘেঁষা গাঢ় পিঙ্ক খুব চলছে। পো শাকের রঙের সঙ্গে নামাইসই লিপস্টিক বেছে নিতে হবে, এছাড়া মেকআপ করার সময় গায়ের স্কিনটোন এবং লাল ঘেঁষা গাল পিঙ্ক খুব তলছে। পোসাকের রঙের সঙ্গে মানানসই লিপস্টিই বেছে নিতে হবে, এছাড়া মেকআপ করারসময় গায়ের স্পিনটোন এবং বয়সের কথাও মনে রাখতে হবে। তবে যজি ঠোঁট হাইলাইট শেড দিয়ে। রাত্রিবেলায় ঠোঁটের জমকালো সাজের জন্য গোল্ডশাইন লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারনে।

দিনের শেষে এমকআপ ভালো করে তুলে ভালো নাইক্রম লাগাবেন। না হলে ত্বকের ক্ষতি হবে।ভালো দেখানোর শর্ত কিন্তু মসৃণ ত্বক। তাই শীতকালে মধু, দই, দুধ, গাজরের রস, কমলালেবুর রস, রোলপের পাপাড়ি বেটে প্যাক তৈরী করে সপ্তাহে দু'দিন লাগান। দু-চারটে জিনিস মিশিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাবহরর করুন।

এছাড়া ত্বক মসৃণ উজ্জ্বল দেখানোর জন্য সময়ের শাসসবজি, ফল, দুধ, দই খাদ্যতালিকায় রাখুন। শীতেও বেশি করে জল খান।

তীব্র শীতে শিশুর সুরক্ষা

তীব্র শীতে পুরো দেশ যেন কাঁপছে। গত কয়েক দিনে শীতের জন্য মারা গেছে অন্তত ২৫ জন। আর এই আবহাওয়ায় বেশি অসুস্থ হয় শিশুরা। বিরুপ এই সময়ে শিশুরা কি ধরণের রোগে আক্রন্ত হয় বেং কিভাবে প্রতিকার পাওয়া যায় এসব প্রশ্ন নিয়ে আমরা যোগাযোগ করি এ্যাপোলো হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ কামরুল হাসনের সঙ্গে।

শীতে শিশুদের কি কি রোগ দেখা যায়?

ডাক্তার ঃ মূলত এ সময় শিশুরা নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ঠ, ঠাণন্ডা সর্দি, এ্যাজমায় বেশি আক্রন্ত হয়। আর সঙ্গে সিজোলান জ্বর তো রয়েছেই।

এসব রোগের লক্ষণ ঃ

ডাক্তার ঃ ঠান্ডা অনেক দিন স্থায়ী হওয়া, শ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব, বুকের খাঁচা দেভে যাওয়া দ্রুত শ্বাস নেওয়া।

কারা বেশি আক্রান্ত হয় ঃ

ডাক্তার ঃ সাধারণত আমাদের দেশের অপুষ্ট কম ওজনের শিশুরাই এধরনের রোগে বেশি আক্রন্ত হয়। আর দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা সুষম খাদ্য এবং যত্রেন অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। তাদের রোগ

প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম থাকে।

কিভাবে সতর্ক হতে হবে?

ডাক্তার ঃ শিশু অসুস্থ হলে মায়ের বুকের দুধ দিতে এবং নিয়মিত খাবার খাওয়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার ঠান্ডা ন লাগে। তাদের ধুলা বালি থেকেও দূরে রাখতে হবে।

শিশু একটানা তিনদিনের বেশি অসুস্থ থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

চিকিৎসাঃ -নিউমোনিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা গেলে ১৫ দিনের চিকিৎসায়ই শিশু ভালো হয়ে যায়। আর ভাইরাস জনিত জ্বরও ৩ থেকে ৫ দিনেই সেরে যায়। শিশুকে জন্মের পর থেকে সবগুলো টিকা সময় মতো দেওযার পরামর্শ দেন ডঃ কামরুল। টিকার পাশাপাশি ভিটামিন ও ক্যাপসুল খওয়ানোর বিষয়েও তাগিত দেন তিনি। তিনি বলেন, সবগুলো টিকা নিয়মিত দিলে শিশু বিভিন্ন মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং তার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

সাধারণ সর্দি, কাশিতে অবহেলা না করারও পরামর্শ দেন তিনি। শীতের মধ্যে আগুনে জ্বেলে তাপ নেওয়ার সময় প্রতিবছর বহু দুর্ঘটনা ঘটে এবং তেতে এনক শিশু মারাত্বক আহত হয়, সবাইকে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

বুধবার পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিং রায় চন্দ্রপুর বাস টার্মিনাল পরিদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

জ্বলন্ত সমস্যাবলি সমাধানের দাবিতে এবং করোনার অজুহাতে দলীয় নেতাদের হেনস্তার প্রতিবাদ অসম কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ২৪ জুন (হি.স.) : বেশ কয়েকটি জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানের দাবি পূরণ সহ করোনা ভাইরাসের অজুহাতে দলীয় নেতাদের হেনস্তার প্রতিবাদে বুধবার গুয়াহাটিতে রাজীব ভবনে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস। জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা, উপ-সভাপতি রকিবুল হুসেন সহ শতাধিক কংগ্রেস কর্মী আজ দু-ঘণ্টার অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেছেন।

এছাড়া, গত বেশ কয়েকদিন ধরে পেট্রোলজাত দ্রব্যের অস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস আজ এই প্রতিবাদী কর্মসূচি রূপায়িত করেছে। কেবল তা-ই নয়, অতি সম্প্রতি সাংসদ গৌরব গগৈকে মণিপুরে কোয়ারেন্টাইন করার ঘটনা নিয়েও আজ সোচ্চার হয়েছেন কংগ্রেস নেতারা। অবস্থানস্থলে বক্তৃতা পেশ করতে গিয়ে নেতারা সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বিজেপি নেতারাও-তো সাম্প্রতিক করোনাকালে বিভিন্ন রাজ্য সফর করছেন, ঘোরাঘুরি করছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কেন কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি?

বক্তাদের অভিযোগ, করোনা ভাইরাসের অজুহাতে নোংরা ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তাঁরা বলেন, এই সরকার বহু জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশ তথা রাজ্যের জনতাকে বিপাকে ফেলেছে। পেট্রোল-ডিজেলের গগনচুম্বী মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে বিজেপি সরকারকে অতি শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন কংগ্রেস নেতারা। এছাড়া রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বন্যা রোধে নদীবাঁধ সংস্কার এবং বন্যার্তদের পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে সরকারের কাছে দাবি করেছেন তাঁরা।

বিধান পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা বিজেপির

পাটনা, ২৪ জুন (হি. স.): বিহার বিধান পরিষদের নির্বাচনে দুটি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি। বুধবার বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির মনোনীত দুজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। এই দুইজন প্রার্থী হলেন সম্রাট চৌধুরী এবং সঞ্জয় প্রকাশ।

বিহার বিধান পরিষদের খালি পড়ে থাকা ৯ টি আসনের জন্য নির্বাচন হবে ৬ জুলাই। নির্বাচন শেষ হলে গণনা প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হবে। ২৫ জুন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন।এই নির্বাচন আগেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার জেরে পিছিয়ে যায়। অবশেষে হতে চলেছে সেই বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচন। সম্প্রতি আরজেডি পাঁচজন বিধান পরিষদের সদস্য রাজ্যের শাসক দল জেডিইউ -তে নাম লেখায়। তা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত বিহারে।

দেশে দৈনিক করোনা পরীক্ষার সংখ্যা ছাড়াল ২ লক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.): দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা দৈনিক দুই লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সারাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় ২ লক্ষ ১৫ হাজার টেস্ট হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এটি সর্বাধিক।সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৩ লক্ষ। দেশে ১০০০ করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। যার মধ্যে ৭৩০টি সরকারি এবং ২৭০ টি বেসরকারি।করোনা দৌরাত্ম্য বেড়ে চললেও।এর থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হারও বাড়ছে। ভারতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৫৬.৭১।আড়াই লাখ রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছে।দেশের সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৮৩০২২।

সীমান্ত বিবাদ নিয়ে কংগ্রেসের শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই, জানালেন নাকভি

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স): পূর্ব লাদাখে ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত বিবাদ নিয়ে কংগ্রেসের কাছ থেকে কোন রকমের শংসাপত্রের দরকার নেই কেন্দ্রের বলে জানিয়েছেন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের নিরাপত্তা এবং সম্মান সুরক্ষিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, পরিস্থিতির ইতিহাস এবং ভূগোল না জেনেই দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতন বিবৃতি দিচ্ছে কংগ্রেস নেতারা।এমনকি সেই দলটির মধ্যে যারা বুদ্ধিজীবী রয়েছেন, তারাও নিজেদের নেতৃত্বে বক্তব্য নিয়ে সন্দিহান। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের নিরাপত্তা এবং সম্মান সুরক্ষিত।কংগ্রেসের কাছ থেকে এর জন্য কোন রকমের শংসাপত্রের দরকার নেই। করোনা যোদ্ধা এবং সেনাদের নিয়ে ব্যঙ্গ করে কংগ্রেস তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার পরিচয় দিয়ে দিয়েছে।কংগ্রেস মাত্রেই বিরোধী দল নয়।দেশে অন্যান্য বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।একটি পরিবারকে বাদ দিয়ে ভারতের অন্যান্য বিরোধী দলগুলো সংকটের এই সময় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছে।

কাঁকুড়গাছি হত্যাকাণ্ডে নাটকীয় মোড়

কলকাতা, ২৪ জুন(হি স): পরতে পরতে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে কাঁকুড়গাছি হত্যাকাণ্ডে।এবার কাকুরগাছি জোড়া মৃত্যুতে নাটকীয় মোড়।সোমবার কাঁকুড়গাছি এক অভিজাত আবাসনে শাশুড়িকে খুন করে আত্মঘাতী হয় জামাইও। সুপারি কিলার দিয়ে স্ত্রীকে খুন করতে চেয়েছিলেন অভিযুক্ত ঘটনার তদন্তে নেমে ৫০ পাতার সুইসাইড নোট থেকে এমনটাই জানতে পেরেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, স্ত্রী কে খুন করতে সুপারি কিলারের খোঁজ করেছিলেন অভিযুক্ত অমিত আগারওয়াল। সুপারি কিলারের খোঁজে তামিলনাড়ু ও বিহারে গিয়েছিল অমিত। কিন্তু সেই চেষ্টায় সফল হয়নি সে। বেশ কিছুদিন ধরে সুপারি কিলারের খোঁজ করলেও, তারপর লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়াতে পুরো প্রক্রিয়া ভেস্তে যায়। শেষে নিজের হাতেই স্ত্রী শিল্পীকে খুন করার পরিকল্পনা করে।।প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ক্যাবে করেই শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে রওনা হয় সে। তবে পৌঁছনর আগের ৪ মিনিট আগেই রাস্তায় নেমে পড়ে সে। অনুমান এই ৪ মিনিট হেঁটে যাওয়ার সময়েই আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছেন অমিত। তদন্তে নেমে অভিযুক্ত মৃত জামাইয়ের একটি ল্যাপটপের ব্যাগ পায় তদন্তকারীরা। সেই ল্যাপটপের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় গুলিভর্তি ম্যাগাজিন। খুনের পরিকল্পনা করে ই শ্বশুরবাড়ি যায় অভিযুক্ত জামাই এমনটাই মনে করছে পুলিশ। জানা যায় সোমবার স্ত্রীকে খুনের পর বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতা ফিরে প্রথমে উত্তরপাড়া গিয়েছিল ওই অভিযুক্ত। এরপর ছেলেকে সেখানে দাদার কাছে রেখে শ্বশুরবাড়ি আসে সে। সেখানে যাওয়ার পথে জোগাড় করে আগ্নেয়াস্ত্র। এরপরই ডিভোর্সের মামলা ও সম্পত্তি নিয়ে শ্বশুর ও শাশুড়ির সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে অভিযুক্ত জামাই। রাগের বশে শাশুড়িকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অমিত। দ্বিতীয় গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলেও তৃতীয় গুলি লাগার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অভিযুক্তর শাশুড়ি। শ্বশুরকে তাক করে গুলি চালালেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কোনরকমে পালিয়ে রক্ষা পায় রাধুনী,শ্বশুর।এরপর আত্মহত্যা করে ওই অভিযুক্ত নিজেও।

পুলিশ সূত্রে খবর, খুনের আগে রিভলবার নিয়ে রীতিমতো পড়াশোনা করেন অভিযুক্ত অমিত আগরওয়াল। নিয়মিত চর্চা ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। লোডেড রিভলবার ব্যবহারের তথ্যও মিলেছে অমিতের ল্যাপটপে। অন্যদিকে ফুলবাগান থানায় খুনের মামলা দায়ের করলেন অমিতের শ্বশুর।

মস্কোয় বিজয় দিবস প্যারেডে অংশ নিল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী, গর্বিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

মস্কো, ২৪ জুন (হি.স): রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে আয়োজিত বিজয় দিবস প্যারেডে অংশ নিয়েছে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। মস্কোতে আয়োজিত বিজয় দিবস প্যারেডে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণে গর্ব প্রকাশ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।বুধবার মস্কো থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইটারে লিখেছেন, ১৯৪১-১৯৪৫ সালের যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের বিজয়ের ৭৫ তম বার্ষিকী স্মরণে, বুধবার মস্কোর রেড স্কোয়ারে আয়োজিত বিজয় দিবস প্যারেডে অংশ নিয়েছি। বিজয় দিবস প্যারেডে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণে আমি গর্বিত। প্রসঙ্গত, মস্কোর রেড স্কোয়ারে আয়োজিত বিজয় দিবস প্যারেডে অংশ নিয়েছে চিনের সেনাবাহিনীও।উল্লেখ্য, তিন-দিনের সফরে রাশিয়ায় গিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে রাশিয়ায় গিয়েছেন প্রতিরক্ষা সচিব অজয় কুমারও। এই সফরে চিনের নেতাদের সঙ্গে রাজনাথের বৈঠকের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে মনে করা হচ্ছে।

আহমেদাবাদে ফ্যাক্টরিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

আহমেদাবাদ, ২৪ জুন (হি.স.): গুজরাটের আহমেদাবাদে, গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এ অবস্থিত ফ্যাক্টরিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বুধবার সকালে আহমেদাবাদের সানন্দ এলাকায় গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন-এ অবস্থিত ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা সমগ্র কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে, গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ২৫টি ইঞ্জিন। আহমেদাবাদে এসপি (গ্রামীণ) কে টি কামারিয়া জানিয়েছেন, ওই ফ্যাক্টরির ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ ও কাঁচামাল থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তাই আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যু ১,৫৮২ জনের আক্রান্ত ২২ হাজারের বেশি

ঢাকা, ২৪ জুন (হি.স.): বাংলাদেশে মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৪৬২ জন এবং এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৭ জনের। ফলে বাংলাদেশে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-২২,৬৬০ এবং ১,৫৮২।বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা জানিয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬৬ ল্যাবে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৭ হাজার ২৪৫টি। আর নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৬ হাজার ৪৩৩টি। এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ছয় লাখ ৬০ হাজার ৪৪৪টি। ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৭ জনের, তাঁদের মধ্যে ২৮ জন পুরুষ ও ৯ জন মহিলা।

মেঘালয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষের পাইলট কার

গুয়াহাটি, ২৪ জুন (হি.স.) : ভয়ংকর দুর্ঘটনা থেকে সৌভাগ্যবলে প্রাণ রক্ষা হয়েছে অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্করের। গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর দুই দেহরক্ষী মনোজ কুমার নাথ এবং এবাদুর রহমান। দুর্ঘটনার শিকার উপাধ্যক্ষের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখ।

জানা গেছে, আজ বুধবার বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর গুয়াহাটি থেকে তাঁর গৃহজেলা কাছাড়ের সদর শিলচর যাচ্ছিলেন। বিকেল চারটে নাগাদ মেঘালয়ের নংপো এলাকায় যাওয়ার পর হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর পাইলট কার মূল রাস্তা থেকে পাশের ড্রেনে গিয়ে পড়ে। এতে পাইলট কারের আরোহী দুই দেহরক্ষী মনোজ কুমার নাথ এবং এবাদুর রহমান আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

উপাধ্যক্ষ আমিনুল হকের গাড়ি চালক অবশ্য তৎক্ষণাৎ তাঁর গাড়ির ব্র্যাক কষে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। যার দরুন প্রাণ রক্ষা হয় উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্করের। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে ছুটে যায় নংপো থানার পুলিশ। তাঁদের সহায়তায় আহত দুই দেহরক্ষীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, রাস্তায় ডিজেল জাতীয় পিচ্ছল তেল পড়েছিল। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উপাধ্যক্ষের পাইলট কার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর উত্তরপ্রদেশে এক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন কাছাড় জেলার অন্তর্গত সোনাইয়ের তরুণ বিধায়ক তথা অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর।

ছাতারপুরে করোনা কেয়ার সেন্টারের দায়িত্ব দেওয়া হল আইটিবিপি -কে

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.): দিল্লির ছাতারপুরে একটি করোনা কেন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করল ইন্দো টিবেটান বর্ডার পুলিশ ফোর্স আইটিবিপি। এই করোনা কেন্দ্রে ১০ হাজার রোগীকে একসঙ্গে রেখে চিকিৎসা করা হবে। দিল্লির করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহযোগিতায় আইটিবিপি - একটি করোনা কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আইটিবিপি চিকিৎসক নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা এই কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবে। পাশাপাশি দিল্লি সরকারেরও একটি চাহিদা ছিল আইটিবিপিকে এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। ২৬ জুন থেকে ২০০০ শয্যা নিয়ে কাজ শুরু করবে এই করোনা কেন্দ্র।পরবর্তী পর্যায় এর ক্ষমতা বাড়ানো হবে ১০ হাজার পর্যন্ত।এই কেন্দ্রের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ দিল্লি জেলা প্রশাসনকে। বুধবার আইটিবিপি আধিকারিকরা গোটা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। ছাতারপুরের রাধা সৌমী সৎসঙ্গ বিয়াসে এই কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

করিমগঞ্জে মাইনোরিটি স্কলারশিপের বহু কোটি টাকা কেলেঙ্কারির উচ্চস্তরের তদন্ত দাবি কৃষক মুক্তির

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় মাইনোরিটি স্কলারশিপের বহু কোটি টাকার কেলেঙ্কারির তদন্ত প্রক্রিয়া মাঝপথে যাতে ফাইলবন্দি হয়ে না যায়, সে জন্য উচ্চস্তরের তদন্ত দাবি করেছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি। এই দাবির ভিত্তিতে বুধবার করিমগঞ্জের জেলাশাসককে এক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন সমিতির জেলা পদাধিকারীরা। জেলাশাসকের পরিবর্তে ডিডিসি রঞ্জিতকুমার লস্কর স্মারকপত্রটি গ্রহণ করেছেন।

প্রদত্ত স্মারকপত্রে লেখা হয়েছে, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সরকারি ও ভুয়ো বেসরকারি স্কুলে সংখ্যালঘু স্কলারশিপের (প্রি-মেট্রিক) নামে দেদার দুর্নীতি হয়েছে। সিন্ডিকেটরাজের দৌলতে মুসলিম বাবার হিন্দু পদবির ছাত্র এবং হিন্দু বাবার মুসলিম পদবির ছাত্র দেখিয়ে সংখ্যালঘু স্কলারশিপের টাকার দেদার লুণ্ঠন হয়েছে। এ সব লুণ্ঠনের উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কাছে মজুত রয়েছে বলেও স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উচ্চ স্তরের তদন্তক্রমে সংখ্যালঘু স্কলারশিপের কয়েক কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারির রহস্য উদঘাটন এবং এই সিন্ডিকেটে জড়িত সকলের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছে করিমগঞ্জ জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি।

এদিকে তদন্ত প্রক্রিয়া সঠিক পথেই এগোবে বলে জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা জুনেদ আহমদ ও সভাপতি ফজলে আলম সিদ্দেকিকে আশ্বস্ত করেছেন ডিডিসি লস্কর।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, হাইলাকান্দির পর করিমগঞ্জ জেলায়ও সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপের 'দুর্নীতি' প্রকাশ্যে আসতেই জেলা জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি এ নিয়ে বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জ সদর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছিল। জেলা স্কুলসমূহের পরিদর্শক তথা সংখ্যালঘু স্কলারশিপের প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও জেলার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বিভিন্ন সিনিয়র ও প্রি-সিনিয়র মাদ্রাসা-প্রধানদের এই দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ এনে জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা জুনেদ আহমদ ও সভাপতি ফজলে আলম সিদ্দেকি করিমগঞ্জ সদর থানায় এজাহার দাখিল করেছিলেন।

প্রদত্ত এফআইআর-এর ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০ (বি) ২৯৪/৫০৬/৪০৬/৪০৯/৪৬৮ ধারায় ৫০৮/২০২০ নম্বরে করিমগঞ্জ সদর থানায় এক মামলা নথিভুক্ত হয়েছে।

জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কর্মকর্তারা তাঁদের এফআইআর-এ লিখেছেন, জেলা স্কুলসমূহের পরিদর্শক তথা সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের (প্রি-মেট্রিক) স্কলারশিপের প্রোগ্রাম ম্যানেজারের নেতৃত্বে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে সংখ্যালঘু স্কলারশিপে ব্যাপক দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে। বাস্তবে অস্তিত্বহীন স্কুল দেখিয়ে সংখ্যালঘু স্কলারশিপের অর্থ আত্মসাত করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের নামেও এই স্কলারশিপের অর্থ হাফিস করা হয়েছে। এমন-কি জেলার বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলেও অর্থ তছরূপ করা হয়েছে বলে জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির দায়েরকৃত এফআইআর-এ অভিযোগ করেছিলেন জুনেদ আহমদ ও ফজলে আলম সিদ্দেকি। উপযুক্ত তদন্তের মাধ্যমে কেলেঙ্কারির রহস্য উদঘাটন করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে জোরালো দাবি জানান কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির করিমগঞ্জ জেলা কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা জুনেদ আহমদ ও সভাপতি ফজলে আলম সিদ্দেকি।

ডিমা হাসাও জেলায় আরও এক জন করোনাক্রান্ত, মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ১০৬

হাফলং (অসম), ২৪ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় বুধবার আরও এক জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। তাঁকে নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৬ জনে।

প্রতিদিন ডিমা হাসাও জেলায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে।

এতে উদ্বেগ বাড়ছে সমগ্র পাহাড়ি জেলায়। তবে এখনও ডিমা হাসাও জেলায় গোষ্ঠী সংক্রমণ ঘটেনি বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

এখন পর্যন্ত যাঁরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সবাইকে রাখা হয়েছিল সরকারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। ডিমা হাসাও জেলায় যে ১০৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এঁরা সবাই বহিঃরাজ্য থেকে ফেরত ব্যক্তি।

গত ২৪ ঘণ্টায় ডিমা হাসাও জেলায় ৬ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে। বুধবার হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের আবাসিক এক ব্যক্তির করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর তাঁকে হাফলং সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ১০৬ জনের মধ্যে ৫৭ জন রোগী সুস্থ হয়ে ওঠায় তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৪৯ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড সেলে।

চিন প্রসঙ্গে নাম না করে কংগ্রেসকে কটাক্ষ জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.): কেবলমাত্র একটি পরিবার দেশের বিরোধী রাজনীতির মুখ হতে পারে না। বুধবার এই ভাষাতেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা চিন ও ভারতের মধ্যে চলতে থাকা বিবাদ নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে একাধিক টুইট করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশন নাড্ডা।

সেখানে তিনি লিখেছেন, স্বীকৃতহীন এবং খারিজ হয়ে যাওয়া রাজবংশ কখনই বিরোধী রাজনীতির সমতুল্য হতে পারে না।সেই রাজবংশের হিত ভারতের হিতসাধন নাও করতে পারে।এখন গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়িয়ে তুলেছে। এটি একতা ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মুহূর্ত।বিরোধীদের একাধিক প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে। সর্বদলীয় বৈঠকে বহু বিরোধী নেতা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। চিন প্রসঙ্গে সবকটি দল কেন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একটি পরিবার সেই কাজ করেনি।সবাই সহজে অনুমান করে নিতে পারে সেই পরিবারটি কোনটি। একটি বংশের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আমরা কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জমি হারিয়ে ফেলেছি।

উল্লেখ করা যেতে পারে গালওয়ানে চিনা আগ্রাসনে ১৫ জুন, সোমবার রাতে শহীদ হন ২০ জন ভারতীয় সেনা জওয়ান। এরপরই সীমান্তে চিন বিবাদ নিয়ে তরজা চরমে ওঠে বিজেপি কংগ্রেসের মধ্যে।

করিমগঞ্জের পানিঘাট জিপি কংগ্রেস মণ্ডল সভাপতি মনোনীত আব্দুল শুক্কুর

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ জুন (হি.স.) : বহু আলোচনা-পর্যালোচনার পর অবশেষে পানিঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর কংগ্রেস মণ্ডল সভাপতি মনোনীত হলেন আব্দুল শুক্কুর। জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে মণ্ডল সভাপতি হিসেবে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

বুধবার এনএসইউওয়াই কর্মীরা সদর মহকুমা কার্যালয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

আগরতলায় চিনের প্রেসিডেন্টের কুশপুতুল দাহ। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ রক্ষা করলেন দিলীপ, অনুপস্থিত মান্নান বিমান

কলকাতা, ২৪ জুন (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ গিয়েছিল তাঁদের তিন জনের কাছেই, কিন্তু এলেন এক জন। এলেন না দু''জন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ফোন করেছিলেন। বুধবার নবান্নে সর্বদলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে এলেন দিলীপ ঘোষ। কিন্তু এলেন না আব্দুল মান্নান, বিমান বসু। সিপিএম ও কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলে একটি করে স্থান ফাঁকাই থেকে গেল। এর ফলেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠল সর্বদলীয় বৈঠককে বিজেপি যতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, এই দুই দল কি ততটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেনি?

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মান্নানের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক বেশ ভাল। বিভিন্ন সময় কানাঘুষোও শোনা যায় দরদাম পছন্দ না হওয়ায় তৃণমূলে যাননি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। কিন্তু যে ব্যক্তি করোনা ও আমফান নিয়ে রাজ্যকে প্রতিদিনই কার্যত নিয়ম করে তুলোধনা করতেন, সেই মান্নান এদিন এলেন না কেন?

গত ২৩ মার্চের বৈঠকে তিনি কিন্তু নবান্নে হাজির ছিলেন। এদিন পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী কংগ্রেসের তরফ থেকে নবান্নে উপস্থিত হন প্রদীপ ভট্টাচার্য ও অসিত মিত্র। যদিও পরিষদীয় সদস্য উপস্থিত থাকার জায়গায় কংগ্রেসের কেউ আসেনি। দিলীপবাবু এলেও কেন এলেন না মান্নান, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর ফোন গিয়েছিল বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর কাছে। এদিন তিনিও উপস্থিত থাকেননি। সিপিএম থেকেও দু''জন উপস্থিত হন। সংসদীয় দলের তরফে সুজন চক্রবর্তী ও দলীয় তরফে সূর্যকান্ত মিশ্র। একইভাবে সিপিএমও এক জন সদস্য কম আনে।

পৌরসভার পানীয় জলে শ্যাওলা, ময়লা - ক্ষোভ জনমানসে

বাঁকুড়া, ২৪ জুন (হি. স.) : পৌরসভা সরবরাহকৃত পানীয় জলে নোংরা, শ্যাওলাকে কেন্দ্র করে জনমানসে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।পুর নাগরিকদের বক্তব্য প্রায় সময়ই পৌরসভার জলে নোংরা ময়লা আসছে।সে কারনে কলের মুখে ন্যাকড়া বেধে জল সংগ্রহ করা হয় কিন্তু জল এতই অপরিষ্কার যে ন্যাকড়া বেধেও কোন ও কাজ হচ্ছে না।

বাঁকুড়া পৌর এলাকায় ২৪ টি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি ছাড়াও স্থানে স্থানে কল রয়েছে।সারাদিনে দু বার করে জল দেওয়া হয়।এই কলের জলই পানীয় এবং রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। নোংরা পানীয় জল থেকে পেটের রোগ থেকে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পুর নাগরিকেরা।

পুর এলাকার ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শঙ্কর ভদ্র কাচের গ্লাসে কলের জল ধরে দেখান কি পরিমান নোংরা রয়েছে জলে। বুধবার তিনি বলেন এটা কি 'পিনে কা পানি না ধোনে কা'।৪নং ওয়ার্ডের গৃহবধূ সাগরী দেবী বা ২৩ নং ওয়ার্ডের সোনালী দাস, সুখী মাল বলেন পৌরসভার পানীয় জল তো খাওয়ার অযোগ্য।এত নোংরা আসছে যে বলার নয়।বাধ্য হয়ে টিউবওয়েলের জল নিতে হচ্ছে খাবার জন্য। পুর প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত বিদায়ী পুরপ্রধান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলেন পৌরসভার পানীয় জলের ট্যাঙ্ক গুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে সে কারনে জলে নোংরা আসছে, দিন কয়েকের মধ্যে ই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিজোরাম

● **প্রথম পাতার পর**

জুন বিকেল ৪:১৫ মিনিটে মিজোরামে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৫.১। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রের তথ্য সেদিন সংঘটিত ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল আইজলের ২৫ কিলেমিটার পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার গভীরে ২৫.৬৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৬৯ পূর্ব ছিল।

এর পরের দিন ২২ জুন ভোর ৪:১০:৫২ মিনিটে ৫.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মিজোরামের ভারত-মায়ানমার সীমান্ত জেলা সদর চাম্পাই থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ পশ্চিমের জোকহাউথা এলাকায় ভূপৃষ্ঠের ২০ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২৩.২২৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.২৪৯ পূর্বে।

আজকের মতো সেদিনও ভূমিকম্পের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার সঙ্গে কথা বলে সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছিলেন। যে কোনও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার মিজোরাম সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, মুখ্যমন্ত্রীকে এই আশ্বাসও দিয়েছিলেন মোদী ও শাহ।

প্রসঙ্গত, গত ২ জুন ভারতীয় সময় সকাল ৭:১৪ মিনিটে ৩.৯ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছিল মণিপুরে। সেদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ওই রাজ্যের পূর্ব উখরুল জেলার ভূপৃষ্ঠের ১১ কিলোমিটার গভীরে। এর আগে ২৫ মে রাত ৮টা ১২ মিনিটে ৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায়ও। সেদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা এবং মায়ানমার সীমান্ত।

এদিকে করোনা সংকটের মধ্যে ঘন ঘন সংঘটিত ভূমিকম্পে মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এরই সূত্রে এক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে গুয়াহাটিতে অবস্থিত আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী বিজ্ঞানী অতুলকুমার সিং জানান, গত ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২৬-বার ভূমিকম্প হয়েছে। সিসমিকের হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পাঁচের মধ্যে রাখা হয়েছে। তাই এই অঞ্চলে ঘন-ঘন ভূকম্প সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে সতর্কতাই একমাত্র অবলম্বন বলে পরামর্শ দিয়েছেন বিজ্ঞানী অতুলকুমার সিং।

জোড়া

● **প্রথম পাতার পর**

সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১,২৪১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৮৭৯ জন সুস্থ হয়েছেন।

মন্ত্রিসভায়

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও নামে নতুন প্রকল্প চালু করে তা রাজ্যের সমস্ত জেলায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রকল্প চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, এই প্রকল্পটি রূপায়ণে বছরে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

তেলিয়ামুড়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।

মনোনীত আব্দুল শুক্কুর

পাচের পাতার পর

এদিকে মণ্ডল সভাপতি মনোনীত হওয়ার পর এক বিবৃতিতে আব্দুল শুক্কুর বলেন, পানিঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠনকে মজবুত করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁকে মণ্ডল সভাপতি মনোনীত করায় জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সহ দলের জেলা নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আব্দুল শুক্কুর।

আক্রান্ত

তিনের পাতার পর

ভাঁজ বেড়েছে প্রশাসনিক আমলাদের কপালে রাজ্য পুলিশের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২৮৮। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৯৮ সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩২৩৯। নিহত ৫১। বয়স্ক পুলিশকর্মীদের থানার মধ্যেই ডিউটি দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ পুলিশকর্মীকেই কর্তব্যরত অবস্থায় দেওয়া হয়েছে পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়

তিনের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যোগ শিক্ষক ড় এইচআর নগেন্দ্র বলেন, '১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় যোগের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যোগ শিক্ষা চালু করছি।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

তিনের পাতার পর

হয়, তবে তা শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়, বরং গোটা অঞ্চলের জন্যই নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিবে।'

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষ ইতোমধ্যে শহরগুলোতে চলে এসেছে উল্লেখ করে মোমেন বলেন, বিশ্বের যেসব দেশের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়েছে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যথাযথ প্রক্রিয়ায় এসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে শহরে চলে আসা হাজার হাজার মানুষের বাড়িঘর, আবাদি জমি সবকিছু বিলীন হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৪৮টি ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সমন্বয়ে গঠিত ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ)-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও এর সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা অত্যন্ত জরুরি।

এখন পুরোপুরি প্রস্তুত

দুইয়ের পাতার পর

সেই সঙ্গে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা নীতির শেষ পর্যন্ত এই হাল? চিনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার। চিনের বহু জিনিস ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ এবং চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম এখন চিন থেকেই আসছে বেশি। ভারতবাসী এখন নানা স্থানে চিনের এই দ্রব্যাদি বর্জন করার ডাক দিয়েছেন।

আসলে ভারতের বিদেশনীতি এখনও বলিষ্ঠ হতে পারল না। এমন নীতি হল না যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি ভারতকে সমীহ করে চলে। যেমন পাকিস্তান সেই জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের পিছনে লেগে আছে। ভারতের সঙ্গে তিন-তিনটি যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়েছে পাকিস্তান, এখন তারা ভারত বিরোধিতায় অটুট। এমন দিন যাচ্ছে না, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা কাশ্মীরে ভারতভূখণ্ডে নাশকতামূলক কাজ করছে না। ভারতীয় সেনাদের হাতে জঙ্গিরা নিহতও হচ্ছে, তবুও জঙ্গি তৎপরতা অবিরাম চলছে। কার মদতে? চিন? তা না হলে ভারত -নেপাল সীমান্তে নেপাল সেনা-চৌকি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা কী? নেপালের এই কাজ ভারতের ভালোভাবে নেওয়ার কথা নয়, নিচ্ছেও না।

ভারতের পরম বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশেও চিন তার প্রভাব বিস্তার করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে। বাংলাদেশকে শুধু সমরাস্ত্রে সজ্জিত করাই নয়, ওই দেশের উন্নয়নেরও চিন প্রচুর অর্থ ঢালছে। দিল্লির সাউথ ব্লকের কাছে তা স্বস্তির নয়। যদিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লিকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, চিনের সাহায্য নিলেও, ভারতের সঙ্গে তাঁর দেশের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লাদাখে জওয়ানদের উৎসাহ দিলেন সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চিন লাগোয়া মূল নিয়ন্ত্রণরেখায় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি বুধবার পর্যবেক্ষণ করলেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারওয়ানে। এতদিন পর্যন্ত চিনের সঙ্গে কমান্ডার স্তরে আলোচনায় যে সকল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাও খতিয়ে দেখেন তিনি। সীমান্তে মোতায়েন থাকা সেনা জওয়ানদের উৎসাহ দিয়েছেন তিনি। যে কোনও পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনা যে পিছু হটবে না তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন সেনাপ্রধান।

দুই দিনের সফরে লাদাখে এসেছেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারওয়ানে। এদিন পূর্ব লাদাখের ফরওয়ার্ড এরিয়া পরিদর্শন করেন সেনাপ্রধান। সেখানে মোতায়েন থাকা জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বাস্তব পরিস্থিতির জানার চেষ্টা করেন।পাশাপাশি জওয়ানদের মনবল বৃদ্ধি করেন তিনি।সেনাপ্রধানের সঙ্গে ছিলেন নর্দান কমান্ডের কমান্ডার লেফটেনেন্ট জেনারেল কেকে যোশী। চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য ওখানে থাকার সেনা জওয়ানদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেন সেনাপ্রধান। লাদাখের সাংসদ জামিয়াং সেরিং নামগয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন সেনাপ্রধান।

চিনা আগ্রাসনে গুরুতর জখম ভারতীয় জওয়ানদের দেখতে এদিন লেহ একটি হাসপাতালে যান সেনাপ্রধান।আহত জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলে ১৫ জুন, সোমবার রাতে কি ঘটেছিল তা জানার চেষ্টা করেন।চিনের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে বসা সেনার ১৪ কোরের কমান্ডার লেফটেনেন্ট জেনারেল হরিন্দ্রে সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন সেনাপ্রধান। চিন কি চাইছে সে বিষয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়। চিনের সঙ্গে হওয়া ২২ জুন বৈঠক প্রায় ১১ ঘন্টা চলে। দুইদেশের সেনাই বৈঠকের পরে মূল নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সরে যেতে সহমত হন। পাশাপাশি গালওয়ানের মত উত্তেজক পরিস্থিতি যাতে আগামীদিনের আর তৈরি না হয়। সে বিষয়ে চিনকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব বিদ্যালয়ে পূনরায় নিয়োগে দাবি অস্থায়ী কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কয়েকজন চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীর চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁরা বর্তমানে কর্মহীন অবস্থায় আছেন। এই বিষয়টিকে নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা ইউনিভাসিটি এম্পলিইজ এসোসিয়েশন। বুধবার এই এসোসিয়েশনের তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এই স্মারকলিপিতে সংগঠন উল্লেখ করেছে করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনের মাঝে কর্মহীন এই কর্মচারীরা পরিবার পরিজন নিয়ে এক বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে। তাই তাদেরকে মানবিকতার দৃষ্টিতে বিবেচনা করে পূনরায় নিযুক্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

সাংবাদিকদের নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরা জার্নালিসচ ইউনিয়নের অনুমোদনে নতুন এক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। নতুন এই সংগঠনের নাম ত্রিপুরা ইনডিজিনাস পিপলস প্রেস এসোসিয়েশন। বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ইউনিয়নের এক বৈঠক শেষে এই নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন, অংশু দেববর্মা এবং সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন রঞ্জিত দেববর্মা।

কৈলাসহর জার্নালিস্টস ক্লাবের উদ্যোগে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ জুন।। কৈলাসহর জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে বুধবার এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে প্রথম সাড়ির সৈনিক হিসেবে পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সংবর্ধনা জানাবে কৈলাসহর জার্নালিস্টস ক্লাব।

আটক

● **প্রথম পাতার পর**

থানার হাতে তুলে দেন। জানা যায় সেই দুই যুবকের বাড়ি গোকুলনগর দিনদয়াল এলাকায়। তাদের নাম কালু দেবনাথ এবং দেবজিৎ দেবনাথ।

পরিবহণমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

সরকার মোটর স্ট্যান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমকে মোটরস্ট্যান্ডগুলি পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। মোটর স্ট্যান্ডগুলি যাতে যাত্রীদের স্বার্থ সুরক্ষায় ব্যবহৃত হয় সেই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মোটর শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, যাত্রীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। স্বচ্ছতা বজায় রেখে পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। বর্তমান সরকার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নিয়ে সবকটি ক্ষেত্রেই কাজ করতে চাই। সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনালের পরিচালন প্রক্রিয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মোটর শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই পরিবহন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

আটের পাতার পর

ওয়ার্ডে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,কদমতলা থানাধীন পশ্চিম ইছাইলালছড়া এলাকায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। শান্তি এবং সৌভ্রাতৃত্বের মধ্যে যখন এলাকার মানুষ বাস করছিলেন তখন গত ২৮ এপ্রিল কতিপয় চক্রান্তকারী সুরসুরি দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিবাদ সৃষ্টি করতে চুরি হওয়া গরুর আবার চোরের মত কেটে মাংস বিক্রির সময় এলাকাবাসীর নজরে আসে। গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনরা সানীয় রমজান আলীর বাড়ির পাশে ২ টি গরুর চামড়া ও কাটা মাথা দেখতে পান। পূর্বে এই গ্রাম থেকেই দুটি গরু চুরিও হয়েছিল। তারপর এলাকাবাসী রমজান আলীকে জিজ্ঞেস করলে রমজান আলী স্বীকার করে যে, সে গরু কেটেছে। খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ।কারা গরু চুরি করেছে তা পুলিশকে এলাকাবাসীর তরফ থেকে জানানোও হয়। কদমতলা থানার প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে আসে যে চুরি করা গরুটি কাটা হয়েছে সেই গরুটির মালিক পশ্চিমী ইচাই লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শরিফ উদ্দিন। রাত দুটো নাগাদ শরিফ উদ্দিনের বাড়ি থেকে তার গরুটি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল চোরের দল।এই দুটি গরুর মালিক ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সুষ্ঠু বিচার এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি তুলেছিলেন। তারপর মতিন মিয়া নামের আরেক গরু চোরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অবশেষে এই ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড পংখী মিয়া অবস্থা বেগতিক দেখে ধর্মনগর জেলা আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ করে। জেলা আদালতের মাননীয় বিচারপতি গরু চুরি ও চুরি করা গরু কেটে বিক্রির মূল মাস্টারমাইন্ড পংখী মিয়াকে পাঁচ দিনের পুলিশি রিমান্ডে পাঠান। কদমতলা থানার পুলিশ পংখী মিয়াকে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এই ঘটনার সাথে অন্য কোনো বড় চক্র জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে।

পরিযায়ী

● **প্রথম পাতার পর**

করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের ব্যাংকগুলির বর্তমান সিডি রেশিও ৫৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে জাতীয় গড়ের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাংকগুলিকে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, পরিযায়ী শ্রমিক যাঁরা বিভিন্ন পেশায় দক্ষতার সাথে বহিঃরাজ্যে কাজ করতেন, বর্তমানে তাঁরা ত্রিপুরায় ফিরে এসেছেন। দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে তাঁদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে ঋণ দিতে ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশে রবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। তাই রবার চাষের সঙ্গে যুক্তদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। সাথে তিনি যোগ করেন, স্মোক হাউস নির্মাণের জন্য জমি সংক্রান্ত বিষয়ও সরলীকরণ করা হবে যাতে সুবিধাভোগীরা সহজেই ঋণ পেতে পারেন।

স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাংকগুলোকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে সমন্বয় সাধন করতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে তা পর্যবেক্ষণ করা দরকার বলে তিনি দাবি করেন। তাতে লক্ষ্যমাত্রা দ্রুত অর্জিত হবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঋণগ্রহীতাদের ঋণ যেন অনুৎপাদক সম্পদে (এনপিএ) পরিণত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাছাড়া ব্যাংকগুলোর মঞ্জুরিকৃত শিক্ষা ঋণ যেগুলি এখনও বণ্টন করা হয়নি সেগুলি শীঘ্র প্রদান করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি অনুরোধ জানান।

সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রতি ঘোষিত প্রকল্পগুলি ব্যাংকগুলির কর্মসূচি রূপায়ণে যেন প্রতিফলিত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে পরামর্শ দেন। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাংকগুলির সিডি রেশিও বাড়ানোর ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। সভায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ডিজিএম আনন্দ কুমার স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির বিস্তারিত কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির চলতি বছরের নানাবিধ কর্মসূচি রূপায়ণের রূপরেখা তৈরি হয়। সভায় জানানো হয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত ব্যাংকের সিডি রেশিও ৫৭ শতাংশ। যে সব ব্যাংকের সিডি রেশিও কম, তাদের সিডি রেশিও বাড়ানোর জন্য উদ্যোগী হতে পরামর্শ দেওয়া হয় স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির পক্ষ থেকে।

সভায় জানানো হয়েছে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নতুন এবং নবীকরণ মিলে মোট ৫৬,৬৫১ জনকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনে ৩,৪৬৬টি স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর ঋণের আবেদন অনুমোদন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় পিএমইজিপি প্রকল্পে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ১,০৬১টি ব্যাংক ঋণের মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। ১২১৪টি ব্যাংক ঋণের মঞ্জুরি স্বাবলম্বন প্রকল্প দেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের মার্চ ২০২০ পর্যন্ত মিনি ডায়েরি প্রকল্পে রাজ্যে ৫৪৬টি প্রস্তাবিত ঋণের মঞ্জুরি দিয়েছে বিভিন্ন ব্যাংক। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ৬৭৮ জনের শিক্ষা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। মঞ্জুরকৃত অর্থ ১৪৫১.৪৭ লক্ষ টাকা। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ৫১ জন এসসিএসটি মহিলা সুবিধাভোগীকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

এদিনের সভায় ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, পর্যটন বিকাশে সহায়তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে, শিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দফতরের সচিব অপূর্ব রায়, আগরতলাস্থিত রিজার্ভ ব্যাংকের শাখার জেনারেল ম্যানেজার তমাল বিশ্বাস, নাবার্ডের ডিজিএম পিকে মহাপাত্র সহ এসএলবিসি কমিটির আওতাভুক্ত অন্য ব্যাংকের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিমা সংস্থার প্রতিনিধিগণ সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবর্গ আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন। এদিন ১৩২ তম স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির সভায় মুখ্যমন্ত্রী গত এসএলবিসি-র বৈঠকে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাংক কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তার পর্যালোচনা করেছেন।

বিশালগড়ে

● **প্রথম পাতার পর**

পরে। তবে যান দূর্ঘটনার বিষয়টি যুবক শিকার করে নিয়েছে সংবাদ মাধ্যমের সামনে। খবর পেয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই যুবক বাইক দিয়ে বৃদ্ধাকে ধাক্কা দেয় সবটাই ঠিক। তবে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যেতো। তাকে এইভাবে মারধর করাটা ঠিক হয়নি। সচেতনশীল নাগরিকরা এই কথাই বলছেন।

কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে ১২ কিলোমিটার ভেতরে প্রবেশ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ছাউনিও দখল করে নিয়েছে চিন। সেখানে হাইড্রোইলেকট্রিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইছে চিন। এদিন কংগ্রেসের দাবি এই কথাটা কতটা সত্য তা জানান উচিত কেন্দ্রের। গৌরব গগৈ জানিয়েছেন, রণনীতির দিক দিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থ বিজেপি সরকার।

শ্লীলতাহানি

● **প্রথম পাতার পর**

সনজিতের বাড়িয়ে। তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ। মহিলা আরো অভিযোগ করেন অভিযুক্তের তাণ্ডবে তারা বাড়ি ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। স্কুল পড়ুয়া মেয়ে স্কুলে যেতে পারছে না। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারী মহিলা ও তার পরিবারের লোকজনরা। পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।

পরিবার

● **প্রথম পাতার পর**

সহ সকল আসবাবপত্র। জানা যায় এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে আনুমানিক ৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিরাজ করছে চাঞ্চল্য।

বর্মনের

আটের পাতার পর।। পরিশ্রমে লড়ে যাচ্ছেন, তাদের বক্তব্য মাঝে মাঝে আপনি পোস্ট করলে আমরা আরও ঋদ্ধ হবো। এই সমস্ত বিষয়গুলি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের

আটের পাতার পর

সুপ্রিয়া দাস দত্ত আলোচনা করেছেন। শ্রদ্ধা জানাই,আমি চাই না কারণ আমি বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাব। এটি কোনও ক্ষেত্রেই কাম্য নয়। আমি আপনাকে দীর্ঘ জীবন কামনা করি যারা সীমান্তে কাজ করছেন তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। গুরুতর পরিবেশে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুদানও

আটের পাতার পর।।

৬০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, সমস্ত ভাতা প্রাপকদের কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে। তাতে অনেকেই স্বেচ্ছায় নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অনেককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর দাবি, প্রচুর নকল ভাতা প্রাপক রয়েছেন। তাঁদের খুঁজে বের করার জন্যই নথি পরীক্ষা করা হচ্ছে। সেই কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। খুব শীঘ্রই রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় পেশ করা হবে। তাঁর বক্তব্য, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এরই মধ্যে নতুন করে কাউকে ভাতা দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, ভাতার জন্য ১১,৬০০ আবেদন জমা পড়েছে। শীঘ্র তাঁদেরও ভাতা প্রাপকের তালিকায় যুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, জানান তিনি।

হাফিজ—ওয়াহাবসহ পাকিস্তানের আরও ৭ ক্রিকেটারের করোনা

ইংল্যান্ডগামী পাকিস্তান দলের স্কোয়াডের আরও ৭ ক্রিকেটারের করোনা ধরা পড়েছে। এরা হচ্ছেন ফখর জামান, ইমরান খান, কাশিফ ভাট্টি, মোহাম্মদ হাফিজ ও ওয়াহাব রিয়াজ। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছে।

পিসিবি ইংল্যান্ড সফরের জন্য যে দল ঘোষণা করেছিল, সেখান থেকে আগেই তিন ক্রিকেটার শাদাব খান, হারিস রউফ ও হায়দার আলীর করোনা পজিটিভ আসার কথা বলা হয়েছিল। এ নিয়ে সর্বেমোট ১০ পাকিস্তানি ক্রিকেটারের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেল।

পিসিবি জানিয়েছে, নতুন করে ৭ ক্রিকেটারের সঙ্গে জাতীয় দলের ম্যাসাজকর্মী মালাং আলীরও করোনা পজিটিভ এসেছে।

করোনা পজিটিভ আসা এই ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফের কারওরই কোনো উপসর্গ নেই। সবাইকেই সঙ্গ নিরোধ অবস্থায় থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

করোনা নেগেটিভ আসা বাকি ক্রিকেটার ও সাপোর্ট স্টাফদের আগামীকাল থেকে লাহোরে ”জৈব সুরক্ষিত” পরিবেশে থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ২৫ জুন তাদের দ্বিতীয় দফায় করোনা পরীক্ষা করা হবে। দ্বিতীয় পরীক্ষায় যারা নেগেটিভ প্রমাণিত হবেন, তারা ইংল্যান্ড রওনা হবেন। তবে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আরেক দফা করোনা পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গেছে।

ইংল্যান্ডেও পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের জৈব সুরক্ষিত পরিবেশে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে ১৪ দিন। তবে এ সময় তারা নির্দিষ্ট স্থানে অনুশীলন করার অনুমতি পাবেন।

মাশরাফির ভাইও করোনায় আক্রান্ত

মাশরাফি বিন মর্তুজার পর এবার তাঁর ছোট ভাই মোরসালিন বিন মুর্তজাও কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছেন। রাতে বিষয়টি নিজেই নিশ্চিত করেছেন মোরসালিন।মাশরাফির করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর জানা যায় গত শনিবার। শুরুতে ভাইয়ের কাছাকাছিই ছিলেন মোরসালিন। পরে মাশরাফির নির্দেশে তাঁকে চলে আসতে হয় নিজের বাসায়। এ নিয়ে আফসোস করে দুদিন আগে মোরসালিন ফেসবুকে লিখেছিলেন, ”করোনা যে আপন মানুষ কেউ পাশে থাকতে দেয় না সেটার প্রমাণ আজ পেলাম। পরিবারের অন্যদের কথা চিন্তা করে আজ আমার ভাইয়ার কাছ থেকে চলে আসতে হলো। যদিও-বা বিগত কয়েকদিন এক সাথে থাকার কারণে আমার করোনা না হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।” তাঁর আশঙ্কাটাই আজ সত্যি হলো। রাতে প্রথম আলোকে মোরসালিন বললেন, ”আজ রিপোর্ট পেয়েছি, পজিটিভ এসেছে। এখনো ভালো আছি। দোয়া করবেন আমাদের জন্য।”

আজ পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে মাশরাফির স্ত্রী সুমনা হকের নমুনাও। পরীক্ষার ফল এসেছে মাশরাফির দুই সন্তানেরও। স্বস্তির খবর, দুজনই নেগেটিভ। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে অবশ্য সন্তানদের নড়াইলে পাঠিয়ে দিয়েছেন মাশরাফি। মিরপুরের ফ্ল্যাটে তিনি সঙ্গনিরোধ অবস্থায় একটি কক্ষে থাকছেন। কাল সম্মিলত সামরিক হাসাপাতালে (সিএমএইচ) বুকের এক্সরে করিয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেল, তিনি ভালো আছেন।

“পাকিস্তান ক্রিকেট দলের দ্রুত ইংল্যান্ডে চলে যাওয়াই মঙ্গল”

২৯ জনের স্কোয়াড, এর মধ্যে ১০ জনই করোনা পজিটিভ। ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার আগে বড় বিপদেই আছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। বিপদটা অবশ্য গোটা পাকিস্তানেরই। করোনাভাইরাসের ভয়াল থাবায় এ মুহূর্তে উপমহাদেশের অন্য দেশগুলোর মতোই বিপর্যস্ত পাকিস্তান। এমন পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড সফর নিয়ে শঙ্কা দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে এখনো পর্যন্ত সফরটা হচ্ছে বলেই অভয় দিয়েছে পাকিস্তান—ইংল্যান্ড, দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডই ।এর মধ্যেও কাহিনি বাঁক বদল করেছে। গতকাল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পরীক্ষায় করোনা---পজিটিভ মোহাম্মদ হাফিজ অন্য একটি পরীক্ষায় তাঁর করোনা—নেগেটিভ আসার কথা জানিয়েছেন। হাফিজের ব্যাপারটি নিয়ে রীতিমতো চলছে তোলপাড়। বিভ্রান্তিকর এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে দ্রুতই ইংল্যান্ডে পাড়ি জমানোর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাস্ট বোলার মাইকেল হোল্ডিং।হোল্ডিংয়ের মতে, ”পাকিস্তান ক্রিকেট দল এখন যতো দ্রুত ইংল্যান্ডে পাড়ি দেবে ততই মঙ্গল।” পাকিস্তানের সাম্প্রতিক করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় নিয়েই তিনি এ কথা বলেছেন।পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা নিজের দেশের চেয়ে কেন ইংল্যান্ডে বেশি নিরাপদ, সেটারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন হোল্ডিং, ”আমার মনে হয় পাকিস্তানে করোনা নিয়ে যা হচ্ছে, তাতে ইংল্যান্ডই অনেকটাই নিরাপদ।” নিজের ইউটিউব শো ”মাইকি—হোল্ডিং নাথিং ব্যাক”---এ এমন মন্তব্য করেছেন এই ক্যারিবীয় গ্রেট ।করোনার থাবা আছে ইংল্যান্ডেও। সেখানে এখনো পর্যন্ত ৩ লাখ ৬ হাজার ৮৬২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু বরণ করেছেন ৪৩ হাজার ৮১ জন। মৃত্যুর হারের দিক দিয়ে ইংল্যান্ড অন্যতম শীর্ষ করোনা আক্রান্ত দেশ। অন্য দিকে পাকিস্তানে এখনো পর্যন্ত ১ লাখ, ৮৮ হাজার ৯২৬ জন আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩ হাজার ৭৫৫ জন। আক্রান্ত ও মৃত্যুর দিকে দিয়ে পাকিস্তানকে ইংল্যান্ডের চেয়ে ভালো মনে হলেও উপমহাদেশের অন্যান্য দেশগুলোর মতো পাকিস্তানে করোনা—পরীক্ষা ও সঠিক শনাক্তের পরিমাণ নিয়ে সন্দেহ আছেই। এমন পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডকেই পাকিস্তানের চেয়ে নিরাপদ মনে করেন হোল্ডিং, ”আমার মনে হয় পাকিস্তানের অবস্থা ইংল্যান্ডের চেয়েও বাজে। পাকিস্তান ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডে এলে জৈব—সুরক্ষিত পরিবেশে ঢুকে যাবে, সেটা তাদের জন্য অনেকটাই নিরাপদ হবে।”

আগামী ২৮ জুন ৩ টেস্ট ও সমপরিমাণ টি---টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে পাকিস্তান ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডে যাবে। যদিও সিরিজটা শুরু হবে আগস্টে। তবে ইংল্যান্ডে গিয়ে বেশ কিছু ধাপে স্বাস্থ্য বিধি মানতে হবে পাকিস্তান দলকে। সেখানে দুই দফায় করোনা নেগেটিভ আসা খেলোয়াড়েরাই যেতে পারবেন। ইংল্যান্ডে পৌঁছে নতুন করে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে তাদের। এরপর থাকতে হবে ১৪ দিনের বাধ্যতামূলহক কোয়ারেন্টিনে।

মেসি যা করছেন ম্যারাডোনা তা পারতেন না

চর্চার জায়গা এক হলেও দুজন দুই প্রজন্মের। একজন ডিয়েগো ম্যারাডোনার সময় দেখেছেন। আরেকজন দেখছেন লিওনেল মেসিকে। এমন দুজন ব্যক্তির মধ্যে যদি ফুটবলে সেরার প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কী ঘটতে পারে ?ক্রিকবাজে হার্শা ভোগলে ও সাকিব আল হাসানের ভিডিও আড্ডায় এমন দৃশ্যেরই অবতারণা ঘটল। তবে একটু অন্যভাবে। ৫৮ বছর বয়সী হার্শা খুব সংক্ষিপ্ত একটা প্রশ্ন রেখেছিলেন সাকিবের কাছে, মেসি না ম্যারাডোনা ?সাকিব মুচকি হেসে ‘মেসি’ বলার পর সরে গেল ক্যামেরা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপচাপ। হার্শা বোধ হয় কিছুটা হতাশ! তবে ভারতীয় খ্যাতিমান ধারাভাষ্যকার ম্যারাডোনার ভক্ত কি না, তা জানা যায়নি। কিন্তু আলাপে কয়েক সেকেন্ডের ওই বিরতিটুকু মনে সন্দেহের দানা বাঁধার জন্য যথেষ্ট ।সাকিবের অবশ্য তখনো মুচকি হাসি। বাংলাদেশের সেরা এই ক্রিকেটার ব্যাখ্যা করলেন, কেন ম্যারাডোনার তুলনায় মেসিকে তিনি বেশি পছন্দ করেন। ফুটবলটা সাকিব যে নিয়মিতই দেখেন, তা বোঝা গেল কথায়। হার্শা সাকিবের কাছে জানতে চেয়েছিলেন আর্জেন্টিনার সমর্থক কি না ।হেসে ‘হ্যাঁ’ বলার পর মেসি-ম্যারাডোনা নিয়ে নিজের যুক্তির পক্ষে সাকিবের ব্যাখ্যা, ‘আমি মেসিকে দেখে বড় হয়েছি। ম্যারাডোনাকে কখনো খেলতে দেখিনি। অবশ্যই কিছু প্ল্যাটফর্মে (ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার) তার খেলা দেখার সুযোগ আছে। তার অর্জন সমন্ধে জানা যায়। কিন্তু মেসি প্রতিদিন একই ক্ষুধা নিয়ে খেলে। আমি মনে করি না ম্যারাডোনা তা করতে পারত।

ইংল্যান্ডে বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিমন্স

১৯৯৬ সালে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সিমন্স। আশি ও নব্বইয়ের দশকে ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট ছাড়াও খেলেছেন বেশ কয়েকটি লিগে। সে সময়ই বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক কোচ ফুটবলে বর্ণবাদ থাকলেও এর বিষবাষ্প ছুঁতে পারেনি ক্রিকেটকেঅনেকেই এমনটা ভেবে আসছিলেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার ড্যারেন স্যামি বোমা ফাটিয়েছেন সবার আগে। আইপিএলে তাঁর কিছু সতীর্থ তাঁকে ”কালু” ডাকতেনএমন কাহিনি শুনিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ক্রিকেটেও আছে বর্ণবাদ। এরপর ক্রিস গেইলও বলেছেন বর্ণবাদী আচরণের শিকার হওয়ার কথা। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক অধিনায়ক ও কোচ ফিল সিমন্স জানালেন, ইংল্যান্ডে লিগ ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন তিনিও।

১৯৯৬ সালে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সিমন্স। আশি ও নব্বইয়ের দশকে ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট ছাড়াও খেলেছেন বেশ কয়েকটি লিগে। সে সময়ই বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক কোচ। আর সেই সময়টা সিমন্স ও তাঁর স্ত্রীর জন্য কঠিন এক সময় ছিল বলেও উল্লেখ করেছেন।

সম্প্রতি ক্রিকইনফোকে সিমন্স বলেছেন, ”লিগে আমাকে বর্ণবাদী আচরণের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে কাউন্টি ক্রিকেটে আমি বর্ণবাদের শিকার খুব বেশি হইনি।” এটা কি সতীর্থ, নাকি দর্শকদের কাছ থেকে হয়েছেন তা বলেননি সিমন্স। তবে ওই সময়টা যে তাঁর জন্য খুব কঠিন ছিল সেটা ঠিকই বলেছেন, ”এমন কিছুর মুখোমুখি হওয়াটা ভালো কিছু নয়। এটা আমার স্ত্রীর জীবনেও প্রভাব ফেলেছিল।

আমি তিন-চারটা ভিন্ন ভিন্ন লিগে খেলেছি। তবে বর্ণবাদের শিকার হয়েছি উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ডের একটি লিগে।”যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি আফ্রো-আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর পর বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে বিশ্বজোড়া কৃষ্ণাঙ্গরা। তাদের সেই ”কালো মানুষের জীবনেরও মূল্য আছে” আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেছে খেলার বিশ্বও। বুন্দেসলিগা, প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগাকরোনার বিরতি কাটিয়ে আবার মাঠে ফেরা তিনটি লিগেই চলছে প্রতিবাদ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে এই আন্দোলন বা প্রতিবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলও অংশ নেবে বলে মনে করেন সিমন্স।

শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছে না বাংলাদেশ দল

জুলাইয়ে বাংলাদেশ দলের শ্রীলঙ্কা সফর বাতিলই হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। আজ শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) আনুষ্ঠানিকভাবেই জানিয়ে দিয়েছে, তিন টেস্টের সিরিজটি আপাতত স্থগিত।বাংলাদেশ দল শ্রীলঙ্কায় যাবে কি না, এটি নিয়ে গত দেড় মাস ধরেই আলোচনা চলছে। শেষ পর্যন্ত বিসিবি না—ই করে দিয়েছে এসএলসিকে। দেশে কোভিড—১৯ পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না হওয়ায় বিসিবি কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। তা ছাড়া শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটাররা যেখানে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা প্রায় চার মাস ক্রিকেটীয় কার্যক্রমের বাইরে ।মানসিকভাবেও কেউ খেলার জন্য প্রস্তুত নয়। এই অবস্থায় আগামী মাসে সিরিজটি খেলা সম্ভব নয় বলে এসএলসিকে জানিয়েছে বিসিবি ।এসএলসি আজ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, জুলাইয়ে বাংলাদেশ জাতীয় দলের শ্রীলঙ্কা সফর স্থগিত করতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট একমত হয়েছে।

দুই বোর্ডের আলোচনার ভিত্তিতে পরে সূচি পুনর্বিন্যাস করা হবে ।বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ”দলের প্রস্তুতি ও বর্তমান পরিস্থিতি একেবারেই অনুকূলে নয়। আমাদের কিছু শীর্ষ খেলোয়াড়ও আক্রান্ত। তাদের পরিবার আক্রান্ত হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে মনে হয়েছে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিবেচনায় সময়টা সফর করার উপযুক্ত নয়।”

TRIPURA HOUSING AND CONSTRUCTION BOARD
(Constituted under Tripura Act No. 2 of 1979)
AGARTALA : TRIPURA

NOTICE FOR SALE OF STALL

Tripura Housing & Construction Board (THCB) has constructed two category of ownership Stalls at New Capital complex near Secretariat Building for selling.The interested person may apply in prescribe from for purchasing the Stall.The application form with Information Brochure have to be collected on payment of Rs. 2,500/-(Rupees Two thousand five hundred only) (non refundable) in cash on any working day from 25062020 to 15072020 between 11.00 AM & 2.00 PM from the office of THCB. The application form duly filled up will be received at any working day from 25-06-2020 to 24-07 2020 between 11.00 AM to 2.00 PM duly filled up application form along with application money (which is a part of cost of stall) through DD/ Banker Cheque drawn in favour of "Tripura Housing & Construction Board payable at Agartala, shall be submitted within stipulated time as mentioned.

The Particulars of the shop including rates are as below:

Type of stalls	Plinth area	No. Stall	Cost (Rs.)	Application Money
Big	14.85 Sqm. /159.78 sqft.	5	Rs.12,00,000.00	Rs.1,50,000/
Small	6.40 Sqm./68.86 sqft.	1	Rs.5,40,000.00	Rs.1,00,000/

The stalls will be allotted through lottery process.
The related further details are available in the information brochure.
The The notice can also be seen at website www.tripura.gov.in

(Er. M.G. Modak)
Administrative Officer
Tripura Housing & construction Board.
Agartala, Tripura.

EMPLOYMENT NOTICE

Dated, the 23rd June, 2020.

Application in plain paper is invited for the post of male Member in West Tripura District Consumer Disputes Redressal Forum, Agartala from the persons who shall have the following qualifications:- (i) be not less than 35 years of age, (ii) possess a bachelor's degree from a recognized university and (iii) be persons of ability, integrity and standing, and have adequate knowledge and experience of at least ten years in dealing with problems relating to economics, law, commerce, accountancy, industry, public affairs or administration.

The appointment will be made on part time basis for a term of 5 years or upto the age of 65 years whichever is earlier on the basis of personal interview and recommendation of the Selection Committee in accordance with the provisions of the Consumer Protection Act, [986 and the Tripura Consumer Protection (Appointment Salary, allowances and Conditions of Services of President and Members of the State Commission and District Forum) Rules, 2018.

The person so engaged shall be entitled to receive sitting fee 4 Rs.2,500/- per day sitting. The last date for receipt of application is 04th July, 2020 The employment notice may be obtained from the office of the State Commission or it may be viewed from the website fcatripura.gov.in of the Food, CS 8v CA Department.

ICA/D-211/2020-21

(Mrs. Mithu Deb Barma)
Registrar In-charge, State Commission
(Deputy Director, Food CS & CA Department)

F.14-4/TW/MDC/Coaching/2020-21/6381 Dated 23 0.6 /2020

EXPRESSION OF INTEREST

In continuation of this office Expression of Interest (EoI) vide No,F.14-4/TW/ MDC/ Coaching /2020-21/ 40265 dated 17.03.2020, It is hereby informed to all concerned that last date of receiving proposal is extended till 30th July, 2020 upto 15:00 hours. Others terms &, condition as available in the website www.twd.tripura.gov.in will remain unchanged.

ICA/C-757/2020-21

(L.T. Darloing) Director, Tribal Welfare Govt. of Tripura

গ্রামীণ ও নগর এলাকায় গরিবদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে রাজ্য সরকার : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। গ্রামীণ ও নগর এলাকায় গরিব অংশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাই স্ব-সহায়ক দলগুলিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে আরও সক্রিয় করে তোলা যায় সেই দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।

দলের প্রতিটি সদস্য যাতে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন সেই লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আজ মেলাঘর পুর পরিষদের সভাকক্ষে পুর পরিষদের কাজকর্মের পর্যালোচনা করতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এ-কথা বলেন।

এদিন তিনি বলেন, গ্রাম ও শহর সবাইকে এক নজরে রেখেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাতে, সবার বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার এক ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওই বৈঠকে মেলাঘর পৌর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা সোনামুড়ার মহকুমাশাসক সুব্রত মজুমদার পুর এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

তাঁর কথায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পুর এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৩২৮টি পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। ১১৩৪টি পরিবারে বিজ্ঞানসম্মত শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে টুয়েপ প্রকল্পে পুর এলাকায় ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৭ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্পে ৬৮টি পরিবারকে ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে মেলাঘর পুর এলাকায় ১৭৩ জন কৃষক আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় ৫২৫টি পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে একটি যাত্রী বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

এদিন এই পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষচন্দ্র দাস, মেলাঘর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন উত্তম দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন সুপাঙ্ক সরকার, মেলাঘর পৌর পরিষদ কাউন্সিলর এবং বিভিন্ন দফতরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

কোভিড-১৯ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টের অস্পষ্টতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুদীপ বর্মনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট ও ট্যুইট নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানালেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

সুদীপবাবু মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, প্রায় প্রতিরাতেই আপনি আমাদের রাজ্যে করোনা আক্রান্ত বিষয়ক একটি বার্তা আপনার সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেন। গত ২২ জুন রাতে আপনি যে ট্যুইটি করেছেন, সেখানে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের রাজ্যে, ১৫ জন 'ভ্রমণ-ইতিহাস' নিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সাথে আপনি জেলা ভিত্তিক সংখ্যা-ভাগ দিয়েছেন। আবার গত ২১ জুন যে ট্যুইটে করোনা সংখ্যা আক্রান্তদের নিয়ে আমাদের জ্ঞাত করলেন, সেখানে আক্রান্তরো কোথা থেকে ভ্রমণ করে রাজ্যে ফিরে আক্রান্ত হয়েছেন তারও উল্লেখ করেছেন। আবার ২০ তারিখ, আপনি জানিয়েছেন, নিজের ট্যুইট বার্তায়, মোট আট জন আক্রান্ত। সাথে বলেছেন, সকলের ভ্রমণের ইতিহাস আছে। কিন্তু, কতজন কোথা থেকে এসেছেন সম্পর্কিত কিছুই উল্লেখ করেননি। গত ১৯ জুন আপটি যে ট্যুইটটি করেছেন, সেটিতেও বিস্তারিত উল্লেখ নেই। কোথা থেকে ২৭ জন ভ্রমণ করেছে।

চিঠিতে সুদীপবাবুর বক্তব্য , প্রতি রাতে করোনা বিষয়ক আপনার ট্যুইট বার্তাটি একটি নির্দিষ্ট ফরমেট মেনে হোক। অন্তত ভ্রমণ ইতিহাস থাকলে, তার বিস্তারিত জানান আমাদের। তাতে করে অন্য যাত্রীরা অন্তত জানবেন তারা বিপদসীমায় আছে কিনা। প্রয়োজনে অন্য যাত্রীরা সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করে নিজেদের লালারস পরীক্ষা করাতে পারবেন। আপনার ট্যুইটে, দেলা ভিত্তিক সংখ্যার চেয়েও এলাকা ভিত্তিক সংখ্যা তুলে ধরাটা গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে দেশে প্রতিদিন গড়ে এখন ১০-১৩ হাজার করে নাগরিক আক্রান্ত হচ্ছেন, তাতে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা আক্রান্তদের ভ্রমণবৃত্তান্ত অন্তত জানি।

চিঠিতে আরও উল্লেখ করেন, মাঝে মাঝে সারভাইলেন্স রিপোর্ট তুলে ধরছেন। এটি নামে সারভাইলেন্স রিপোর্ট। এথিকেলি বা সাইন্টিফিকেলি এটা কোনভাবেই সারভাইলেন্স রিপোর্ট নয় বলে দাবি করেন সুদীপবাবু। এমন ভুল শব্দ ব্যবহার করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল পেইজ থেকে রিপোর্ট তুলে ধরলে বিভ্রান্ত হন বলে দাবি করেন সুদীপ বর্মন।

এদিকে, সুদীপবাবু চিঠিতে বলেন, শহর বা রাজ্যের ফ্যাসিলিটি সার্ভিলেন্স নামমাত্র উপস্থিতি এখন। এটা কেন হচ্ছে। একটি পোস্টে আমার মতো আরও অনেককে আপতি জ্ঞাত করবেন। হোম সার্ভিলেন্সে এখন আনুমানিক প্রায় ৫৭ হাজার জন রয়েছে এবং অন্যদিকে ফ্যাসিটিলি সার্ভিলেন্সে মোট ৮৭৫ জন। এই ব্যবধানের কারণ অস্পষ্ট। সুদীপ রায় বর্মন দাবী করেছেন, ডাক্তার নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী যারা গত কয়েকমাস ধরে দারুন - ছয়ের পাতায় দেখুন

ব্যাংক কর্মীদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিয়ে কোন আপস নয় : অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি. স.): ব্যাংককর্মীদের সুরক্ষা এবং সম্মান নিয়ে কোন রকমের আপস করা হবে না বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সম্প্রতি গুজরাটের সুরাটে এক মহিলা ব্যাংক কর্মীকে ব্যাংক চত্বরের মধ্যেই নিগ্রহ করা হয়। তারই প্রেক্ষিতে বুধবার টুইট করে এই কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ওই ব্যাংক কর্মীকে নিগ্রহ করার ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন গোটা বিষয়টির ওপর তার নজর রয়েছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের তরফ থেকে বিষয়টি নিয়ে সুরাটের পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে ওই ঘটনায় অভিযুক্ত কনস্টেবলকে অবিলম্বে বাহিনীর থেকে সাসপেন্ড করা হবে।

টুইটারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও লিখেছেন, দেশের সমস্ত ব্যাংক কর্মীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করাটা কেন্দ্রের অন্যতম অগ্রাধিকার।কারণ করোনার এই সংকটকালেও ব্যাংক কর্মীরা নিরন্তন তাদের কর্তব্য পালন করে চলেছেন। তাই তাদের সুরক্ষা এবং সম্মান নিয়ে কোনও আপস করা হবে না।বিষয়টি নিয়ে সুরাটের জেলা শাসকের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে।

রাজ্যে ৩,৯৩,৬২৯ জন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন

লকডাউনে অগ্রিম সহ জাতীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা পেয়েছেন অনুদানও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ত্রিপুরায় বর্তমানে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬২৯ জন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে তাঁরা অগ্রিম ২ মাসের ভাতা পেয়েছেন। এমন-কি জাতীয় সামাজিক ভাতা কর্মসূচির অন্তর্গত সুবিধাভোগীরা প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় অনুদান বাবদ দুই কিস্তিতে ১,০০০ টাকা করে পেয়েছেন। বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় সামাজিক ভাতা ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে ২টি শ্রেণিতে ৩৩ ধরনের ভাতা ত্রিপুরায় কার্যকর রয়েছে। তাতে, ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬২৯ জন সুবিধাভোগী ভাতা পাচ্ছেন। তিনি বলেন, জাতীয় সামাজিক ভাতা কর্মসূচির অন্তর্গত ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৯৬ জন ৩ ধরনের ভাতা পাচ্ছেন। অন্যদিকে, ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৩৩ জন সুবিধাভোগী রাজ্যের নিজস্ব ৩০ ধরনের ভাতা পাচ্ছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ১,০৫৮ জন ক্যানসার রোগী এবং ৬৪৮ জন এইচআইভি আক্রান্ত রোগীও ভাতা পাচ্ছেন। তাতে বছরে রাজ্যের কোষাগার থেকে ব্যয় হচ্ছে ৪৩২ কোটি টাকা এবং কেন্দ্র দিচ্ছে ৫০ কোটি টাকা, বলেন তিনি।

এদিন মন্ত্রী বলেন, করোনা-র প্রকোপে বেহাল অর্থনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা বাবদ প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় জাতীয় সামাজিক ভাতা কর্মসূচির অন্তর্গত সুবিধাভোগীদের দুই কিস্তিতে ১,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়া, করোনা পরিস্থিতির নিরিখে ত্রিপুরার সমস্ত ভাতা প্রাপকদের দুই মাসের ভাতা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, সমস্ত ভাতা প্রাপকদের দুই মাসের ভাতা অগ্রিম প্রদানে ৭২ কোটি ১৯ লক্ষ ৭ হাজার -ছয়ের পাতায় দেখুন

যাত্রীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে, চালকদের উদ্দেশ্যে বার্তা পরিবহণমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনালের পরিচালন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন হল বুধবার। এদিন পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় বলেন বিগত বাম সরকারের ামলে মোটর স্ট্যান্ড গুলি পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম কানুন ছিল না। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোটর স্ট্যান্ডগুলির কোনো হিসেব নিকেশ পায়নি। বর্তমান

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনায় মৃত্যু শ্রীনগরের মহিলার জম্মু-কাশ্মীরে মৃত বেড়ে ৮৮

শ্রীনগর, ২৪ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ফের মৃত্যু। বুধবার এসকেআইএমএস সৌরা হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে শ্রীনগরের বাসিন্দা বছর ৪৮-এর একজন মহিলার। শ্রীনগরের বাঘপাতের বাসিন্দা ওই মহিলা গত ১৭ জুন থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন, বুধবার সকালে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। এসকেআইএমএস হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. ফারুক জান জানিয়েছেন, করোনা-আক্রান্ত ওই মহিলা নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। বুধবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন সূত্রের খবর, জম্মু ও কাশ্মীরে এখনও কোভিড-১৯ ভাইরাসে ৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীনগরে ২১ জন, বারামুল্লার ১৩ জন, কুলগামে ১১ জন, শোপিয়ানে ১০ জন, জম্মুতে ৭ জন, বদগাম অনন্তনাগে ৬ জন করে প্রাণ হারিয়েছেন, কুপওয়ারায় ৫ জন, পুলওয়ামায় ৪ জন এবং বান্দীপোরা, ডোডা, উধমপুর ও রাজৌরিতে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন।

গন্ডাছড়ায় মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৪ জুন।। গন্ডাছড়া কংগ্রেস ভবনের উচ্ছেদকৃত জায়গায় বেআইনী ভাবে দখল করে একাংশ ব্যবসায়ীদের দাদাগিরি, এরই প্রতিবাদে বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের নিকট যুব কংগ্রেসের স্মারকলিপি। এদিন রাইমাভ্যালি ব্লক যুব কংগ্রেসের তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের নিকট স্মারকলিপির মাধ্যমে জানতে চান কোন আইনে কংগ্রেস ভবনের উচ্ছেদকৃত জায়গায় একাংশ ব্যবসায়ী বেআইনী ভাবে দখল করে ব্যবসা করছে। উত্তরে মহকুমা শাসক যুব কংগ্রেস নেতৃত্বদের জানান আগামী সাত দিনের মধ্যে বেআইনী ভাবে দখলকৃত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পরে যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার সাংবাদিকদের জানান বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার দুই মাসের মধ্যেই দীর্ঘ চল্লিশ বছরের পুরোনো গন্ডাছড়া কংগ্রেস ভবন ভেঙ্গে দেয়। এই সময় প্রশাসন থেকে বলা হয় বেআইনী দখলকৃত জায়গায় সরকার কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু দেখা গেছে বর্তমানে কংগ্রেস ভবনের অপরিত্যক্ত জায়গায় শাসক দলের নেতারা মোটা টাকার বিনিময়ে কিছু ব্যবসায়ীদের ব্যবসার সুযোগ করে দিচ্ছে এমনটাই অভিযোগ যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকারের। তিনি আরো জানান ভবনের জায়গাটি বর্তমানে কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। তাই শাসক দলের নেতাদের দাদাগিরি চলবে না। অবিলম্বে মহকুমা শাসক অবৈধ দখলকৃত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নতুবা আগামী দিনে গোটা রাইমাভ্যালি বিধানসভা এলাকা জোরে কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করবে বলে যুব কংগ্রেস সভাপতি জানান।

চুরি হওয়া গরুর মাংস কেটে বিক্রি করার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। চুরি হওয়া গরুর মাংস কেটে বিক্রি করার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত পংখী মিয়ার ঠিকানা শ্রীঘরে। পাশাপাশি রমজান আলী, মতিন মিয়া নামের দুই কুখ্যাত গরু চোরকে পুলিশ পূর্বেই গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করেছে। অবশেষে ঘটনার দেড় মাস পর ধর্মনগর আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ করলো এই ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড পংখী মিয়া। তারপর মাননীয় আদালত পংখী মিয়াকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়ে দেন।এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল উত্তরের কদমতলা থানা এলাকার পশ্চিম ইচাইলালছড়া গ্রামের ৫ নং

ছয়ের পাতায় দেখুন

কদমতলায় বিয়ের প্রলোভন দিয়ে যুবতীকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বলপূর্বক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত জামাতা অনিল নমঃশূদ্র অবশেষে পুলিশের জালে। ঘটনাটি ঘটেছিল কদমতলা থানা এলাকার সাতসঙ্গম এলাকায়।যুবতীকে ফুসলিয়ে প্রথমে ধর্ষন ও পরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণকারীর বাবা ও ভাই যুবতীকে মারপিট করার মতো গুরুতর অভিযোগ যুবতীর।কদমতলা থানার পুলিশ গত সোমবার অভিযুক্তের বাবা ও ছোট ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে এবং গতকাল মূল অভিযুক্ত ধর্ষণকারী অনিল নমঃশূদ্রকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ ধৃত অনিল নমঃশূদ্র তার বাবা ও ছোট ভাইকে জেলা আদালতে প্রেরণ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৮ জুন বৃহস্পতিবার ধর্মনগরের কালিকাপুরের বাসিন্দা অনিল নমঃশূদ্র পিতা সুনীল নমঃ শূদ্র কদমতলা থানাধীন সাতসঙ্গম এলাকায় তার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে আসে। আর ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় অনিল শ্বশুরবাড়ির পাশের ঘরের নির্জনতার সুযোগ নিয়ে ২০ বছরের এক যুবতীকে বিয়ের প্রলোভন ও বল পূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরে ঘটনাটি নিয়ে বসানো হয় সালিশি সভা। সালিশি সভায় অভিযুক্ত অনিল নমঃশূদ্র উপস্থিত সকলের কাছে প্রতিশ্রুতি করে সে ওই যুবতীকে বিয়ে করবে। কিন্তু জানা যায় অনিল নমঃ আগে থেকেই বিবাহিত। তা সত্ত্বেও সালিশি সভার মাধ্যমে অভিযুক্তের স্ত্রী ও তার আত্মীয়-স্বজনরা ধর্ষিতা যুবতীকে বিয়ে করার সম্মতি জানান। পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবার ধর্ষিতা যুবতী ও অনিলকে নিয়ে অভিযুক্তের আত্মীয়পরিজনরা কালিকাপুরের নিজ বাড়িতে চলে যান। সেখানে যাওয়ার পর ধর্ষিতা যুবতীকে অভিযুক্ত অনিল তার বাবা ও ছোট ভাই মিলে প্রচন্ড মারপিট করে বাড়ি থেকে বের করে দেয় বলে ধর্ষিতা যুবতীর অভিযোগ। সেখান থেকে নিরুপায় হয়ে সাত সঙ্গম এলাকার বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেয় ধর্ষিতা যুবতী। পরে ধর্ষিতা যুবতী অভিযুক্ত অনিল নমঃশূদ্র ও তার বাবা ও ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় ধর্ষন ও মারপিটের মামলা রুজু করে। মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে কদমতলা থানার পুলিশ অভিযুক্তের পিতা সুনীল নমঃশূদ্র (৫৫) এবং ছোট ভাই গোপাল নমঃশূদ্রকে(২৭) গ্রেফতার করেছে। অবশেষে গতকাল সন্ধ্যা বেলা নেপালটিল্লা এলাকা থেকে এই মামলা তদন্তকারী অফিসার বিকাশ দাস বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে অভিযুক্ত ধর্ষনকারী জামাতা অনিল নমঃশূদ্রকে গ্রেপ্তার করে। আজ ধৃত অনিল তার বাবা ও ছোট ভাইকে জেলা আদালতে প্রেরণ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।পাশাপাশি স্থানীয় এলাকাবাসী এরকম জঘন্য ঘটনা তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলছেন।

বিশালগড়ে এক রাতে দুই বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। বিশালগড় থানা এলাকার উত্তর বজ্রপুরের কদমতলী এলাকায় একই রাতে পরপর দুই বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। স্থানীয় অহিত মিঞা এবং এক বিএসএফ জওয়ানের বাড়িতে পরপর চুরির ঘটনা ঘটে। জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা রাতে অহিত মিঞা তার এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল হানা দিয়ে তার বাড়ি থেকে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে। বুধবার সকালে বাড়িতে এসে তিনি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। এদিকে এক বিএসএফ জওয়ানের বাড়িতে পরিবারের কোনও লোকজন থাকত না। একই রাতে ঐ বিএসএফ জওয়ানের বাড়িতেও হানা দেয় চোরের দল। পরপর দুটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এব্যাপারে বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার কিংবা আটক করার কোনো সংবাদ নেই। এলাকায় রাত্রি কালীন পুলিশী টহলের ব্যবস্থা করানোর জন্য এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন।

পতিছড়ি ভিলেজ কার্যালয়ে ডেপুটেশন গণমুক্তি পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জুন।। গনমুক্তি পরিষদের উদ্দ্যোগে পতিছড়ি এডিসি ভিলেজ কার্যালয়ে ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে এক ডেপুটেশন প্রদানকরাহয়। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ি এডিসি ভিলেজে সি পি আই এম সমর্থীত কর্মীদের নিয়ে গনমুক্তি পরিষদের উদ্দ্যোগে এক মিছিল সংগঠিত করে। এই মিছিল শেষে পতিছড়ি এডিসি ভিলেজ কার্যালয়ে সাত দফা দবি ও এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক দাবি নিয়ে মোট ১৫ দফার দাবির ভিত্তিতে এক ডেপুটেশন প্রদান করাহয়। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন টি টি এডিসির প্রাক্তন ক্রিড়া ও যুবকল্যান দপ্তরের মন্ত্রী পরিক্ষিত মুড়াসিং। গনমুক্তি পরিষদ কতৃক আয়োজিত এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন পরিক্ষিত মুড়াসিং, সন্ধ্যামুনি মুড়াসিং, ভাগ্যমনি মুড়াসিং সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। আজকের এই ডেপুটেশন প্রদানে মিছিলে সি পি আই এম কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতির হারছিলো লক্ষ্যনীয়।

পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন এনএসইউআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। ৭দফা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই। সংগঠনের প্রদেশ সহ-সভাপতি সম্রাট রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বুধবার জেলাশাসক অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপিতে উল্লেখিত দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বাতিল করতে হবে, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর একাউন্টে আড়াই হাজার টাকা করে প্রদান করতে হবে। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদানকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সহ-সভাপতি সম্রাট রায় বলেন বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি রাজ্য সরকারের শিক্ষা নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রামীণ এলাকার ছাত্রছাত্রীরা কোন সুযোগ পাচ্ছে না বলে উল্লেখ করেন তিনি। শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এন এস ইউ আই নেতৃবৃন্দ। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে জেলা শাসকের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে বুধবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বিশালগড়ে শহীদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাল অফিসটিলা যুব অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। অফিসটিলা যুব অ্যাসোসিয়েশন বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। বুধবার সন্ধ্যা ৫ টায় বিশালগড় অফিস টিলা যুব ইউনিয়ন ক্লাবের সামনে লাদাখ সীমান্তে চীনা সেনাদের দ্বারা নির্মম আক্রমণে ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছেন। জেলা পরিষদের সভাপতি সুপ্রিয়া দত্ত দাস উপস্থিত ছিলেন। সিপাহীজেলা পরিষদ সদস্য বিশ্বজিৎ সাহা যুব সমিতি ক্লাবের সম্পাদক গৌতম সাহা এবং অন্যান্য সদস্যরা বীর শহীদদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাশ দত্ত বিশালগড় থানার ওসি প্রণব দেবনাথ অফিস টিলার যুব সমিতি ক্লাবের সভাপতি জোহর সুর চৌধুরী ও এলাকার অভিভাবকরা প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। জেলা সভাপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত ও অন্যান্যরাও মোমবাতি জ্বালিয়েছিলেন। জেলা সভাপতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

এই প্রথমবার, দিল্লিতে পেট্রোলের থেকেও দামি ডিজেল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন (হি.স.): এই প্রথমবার! রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের থেকেও বেশি দামে বিক্রি হল ডিজেল। বিগত ১৭ দিনের মতো, বুধবারও দিল্লিতে দাম বাড়ল ডিজেলের। যদিও, ১৮ তম দিনে পেট্রোলের দাম এদিন বাড়েনি। লাগাতার দাম বাড়ার পর বুধবার দিল্লিতে পেট্রোলের থেকেও বেশি দামে বিক্রি হল ডিজেল।

এদিন দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোল বিক্রি হয়েছে ৭৯.৭৬ টাকায়, কিন্তু ডিজেল বিক্রি হয়েছে ৭৯.৮৮ টাকায়। বুধবার দিল্লিতে ০.৪৮ পয়সা দাম বেড়েছে ডিজেলের। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, দেশের অন্যান্য মেট্রো শহরেও এদিন দাম বেড়েছে ডিজেলের।

পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার এসইউসিআই'র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন।। এক টানা ১৭ দিন ধরে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এসইউসিআই। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার এসইউসিআই-এর পক্ষ থেকে রাজধানী আগরতলা শহরের প্যারাডাইস চৌমুহনিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। সংগঠনের নেতা অভিযোগ করেন আন্তর্জাতিক স্তরে অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া সত্বে দেশের বাজারে লাগামহীন ভাবে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদারিকরণ নীতির ফলে এই ধরনের ঘটনা চলেছে বলে অভিযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অরুণ ভৌমিক। তিনি বলেন, গত ১৭ দিনে পেট্রোলের মূল্য ৮ টাকা ৫০ পয়সা এবং ডিজেলের ১০টাকা ১ পয়সা বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির ফলে পরিবহণ ক্ষেত্রে চরম আঘাত নেমে আসবে। পণ্য পরিবহণ ও যাত্রী পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। ভাড়া বৃদ্ধি পেলে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক বিষয়। সেই কারণেই পেট্রোল ও ডিজেলের বর্দ্ধিত মূল্য অভিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য এসইউসিআই-এর পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাচে দাবি জানানো হয়েছে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই দাবিতে দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সবস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

গাঁজা ধ্বংস মধুপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ জুন।। মধুপুর থানার পুলিশ বুধবার সকালে নওয়াবাড়ী মাগান সরদার পাড়া, পুরাথল রাজনগর এলাকায় গঞ্জা বীজতলাগুলির সন্ধান করে এবং সর্বমোট ৪৮ হাজার গাঞ্জা বীজতলা থেকে প্রায় ৮৫,০০০ টি গাঞ্জা ছোট গাছ এবং সমস্ত আইনানুগত নিরীক্ষা করে ঘটনাস্থলে ধ্বংস করা হয়েছে। অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।